182. Cal. 897. 2.

মহিষাদল রাজবংশ।

শ্রীভগবতী চরণ প্রধান

প্রণীত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ,

নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩ ৪।

182. Cal. 897. 2.

মহিষাদল রাজবংশ।

শ্রীভগবতী চরণ প্রধান

প্রণীত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ,

নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩ ৪।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনকালে মহিষাদল ষ্টেটের মহামান্ত ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মণ্ডল মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ শ্রবণ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে অনুমতি দান না করিলে মুদ্রিত ও পাঠকবর্গের নেত্রপথে উপস্থিত হইত না। এজন্ত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

দেভোগ
পো মেদিনীপুর,
১৭।

শ্রীভগবতী চরণ প্রধান।

মাহিষাদল রাজবংশ অতি প্রাচীন। এতদ্দেশের ভৌগলিক অবস্থার সহিত ঐক্য করিয়া তৎকাল হইতে ক্রমান্বয়ে রাজাগণের বংশ কীর্ত্তন অতীব দুরূহ ব্যাপার। আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এবং ক্রমাগত ৭।৮ বৎসর অনুসন্ধান করিয়া অনুসন্ধানলব্ধ ফল পুস্তকাকারে জন সাধারণের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। যদি পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠকগণ কিঞ্চিন্মাত্র সুখানুভব করেন, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। পণ্ডিতবর সতীশ চন্দ্র মাইতি মহোদয় পুস্তক সঙ্কলনে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। তিনি সাহায্য না করিলে প্রাচীন বৃত্তান্তের অভাবে পুস্তক লিখিত হইত না। তিনি সাহায্যদান করিয়া কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বন্ধুবর্গের আগ্রহাতিশয়ে সত্বর পুস্তক খানি বাহির হইল। সেজন্য ভ্রম প্রমাদ থাকা সম্ভব। দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কনে সংশোধন করিবার আশা রহিল

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং।

উৎসর্গ।

মহামহিমান্বিত পূজ্যপাদ

শ্রীমন্মহিষাদলাধিপতি রাজা

জ্যোতিঃ প্রসাদ গর্গ মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

মহাত্মন্!

মহিষাদল রাজবংশ অতি প্রাচীন ও মাননীয়। ইতিহাস জগতে এরূপ গৌরবান্বিত রাজবংশের ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই মহান্ বিষয়ের অভাব দূর করিতে কোন মহাত্মা হস্তক্ষেপ করেন নাই তজ্জন্য এই ক্ষুদ্রমতি লেখক ঐ অভাব কিয়দংশে দূর করিবার জন্য বহুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "মহিষাদল রাজবংশ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে। যদিচ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মহান্ রাজবংশের মহদ্বিষয় সকল উপযুক্ত চিত্রকরের অসদ্ভাবে যথোপযুক্ত রূপে চিত্রিত হয় নাই অথবা অনেক বিষয় অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তথাপি ইহা অপূর্ণাবয়ব হইলেও ইতিহাস জগতে একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র রূপে

উদিত হইয়া আপনাকে

"মহিষাদল রাজবংশ"

বলিয়া উদ্ভাসিত করিবে সন্দেহ নাই। আমি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। এক্ষণে এই মদাখ্যায়িক উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত না হইলে গুণানুরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে না বিবেচনা করিয়া মহাশয়ের শ্রীকরে প্রদান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছি। কারণ মহাশয় ঐ মহান্ বংশের একমাত্র মুখোজ্জ্বলকারী গৌরব রবি স্বরূপ বঙ্গীয় আকাশে দীপ্তি পাইতেছেন। এরূপ স্থলে পবিত্র চরিত্র পূর্ব্বপুরুষগণের আখ্যায়িকা যে আপনার হস্তে অধিক শোভমান হইবে ও অত্যধিক আদরের হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা ভাবিয়াই এই নির্বিদ্য দীন লেখক আপনার পবিত্র শ্রীকর কমলে "মহিষাদল রাজবংশ" নামক পুস্তিকা সাদরে ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে অর্পণ করিতেছে। ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া গ্রহণ করতঃ পাঠ করিলে গ্রন্থকার আপনাকে চরিতার্থ মনে করিবে শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

১৮৯৭,
তাং ২০শে জুন।
দেভোগ।

প্রণত,
শ্রীভগবতী চরণ প্রধান।

মহিষাদল রাজবংশ।

বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন। ইহার গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা অতি প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই বিশাল জনপদ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ভূপতিগণের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল। পরে ইংরাজ শাসনাধীন হইয়াছে। তাঁহারা ইহার শাসন সৌকর্য্যার্থে কয়েকটি বিভাগে পরিণত করিয়া মেদিনীপুর জেলাকে বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। এই মেদিনীপুর জেলা অন্যূন ছোট বড় ৬১টী পরগণায় বিভক্ত। এই সকল পরগণার মধ্যে কতকগুলি চিরবন্দোবস্তী মহাল ও কতকগুলি খাস মহাল। উভয় প্রকার মহালের এক এক জন সত্বাধিকারী ভূম্যধিপতি আছেন। খাস মহালের ভূম্যধিকারী-

গণ বংশ পরম্পরায় শ-করা হারে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উহা রাজস্ব অনাদায় প্রযুক্ত অন্যের হস্তগত হয় না। চিরবন্দোবস্তী মহালগুলি রাজস্ব অনাদায় হেতু অন্যের হস্তগত হইয়া থাকে। এই সকল ভূপতি হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্বকালে অনেকাংশে স্বাধীন ছিলেন। এক্ষণে সকলেই করসংগ্রাহক জমিদার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

মহিষাদল, কাশিমনগর, নাট্যশাল, গুমাই, তেরপাড়া, অরঙ্গানগর ও গুমগড় প্রভৃতি পরগণা মেদিনীপুর জেলার চির-বন্দোবস্তী মহাল। ইহার ভৌগলিক অবস্থা ও তদধিকারী রাজার ইতিবৃত্ত বর্ণন এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

এ পর্য্যন্ত এই সকল স্থানের ভৌগলিক অবস্থার বিষয় কিছুমাত্র জানা যায় নাই। ভূস্তর দেখিয়া অনুমান করা যায় যে ইহা এককালে যাদঃসমাকুল সমুদ্রগর্ভ ছিল, কালক্রমে পার্থিব ঘটনাবৈচিত্র্যে মনুষ্যবাসোপযোগী স্থল রূপে পরিণত হইয়াছে।

স্থানে স্থানে খনন করিলে মগ্ন পোতাদির ভূচাপ প্রাপ্ত ক্ষয়াবশিষ্ট প্রস্তরীভূত কাষ্ঠ খণ্ড দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই জেলার মধ্যে তমোলুক অতি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে ইহার ধন গৌরবের পরিসীমা ছিল না, মহাভারতে ইহাকে রত্নাবতীপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মিঃ রেণল সাহেব স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন "১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তমোলুক বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ স্থান ছিল" চীন পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ বলেন "খৃঃ ৩৯৯ শকে তমোলুক একটী উন্নতিশীল বাণিজ্য স্থল ছিল।

সমুদ্র উপকূলে অবস্থিতি নিবন্ধন জম্বুদ্বীপাধিপতি অশোক রাজার দূত এই স্থান হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করেন (১)। পঞ্চম শতাব্দীর শেষে (বাঙ্গালা সন আরম্ভ হইবার ৯৩ বৎসর পূর্ব্বে) তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমোলুক একটী প্রধান বন্দর ছিল। তথা হইতে এদেশীয় লোকে সমুদ্র পথে সিংহল আদি দূরদেশে গমনাগমন করিত (২)।

এই সকল পুরাতত্ত্ব পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে তমোলুকের দক্ষিণে সমুদ্র ভিন্ন দেশ ছিল না। বিশেষতঃ যখন সংস্কৃত গ্রন্থে তমোলুককে বেলাকূল অর্থাৎ তীরভূমি বলিয়াছেন (৩), তখন ইহার দক্ষিণে দেশ থাকা সম্ভব পর নহে। ভবিষ্যৎ কালে কোন অনির্দ্দেশ্য পার্থিব শক্তি প্রভাবে সামুদ্রিক স্রোতো-বেগ মন্দীভূত হইয়া তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত বালুকাকণা ও রূপনারায়ণ নদ বাহিত গৈরিক মৃত্তিকা, পরস্পর সংমিলিত হওতঃ ক্রমশঃ স্থল রূপে পরিণত ও মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়াছে।

এইরূপে চর উৎপন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ভূদার্শনিক পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন "নদীর মোহানায় পলি পড়িয়া যে সকল স্তর উৎপন্ন হয় সেগুলি ক্রমে ক্রমে উন্নত হইলে দ্বীপ বা ভূখণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় কোথাও বা বৃহৎ বৃহৎ চর উৎপন্ন হইয়া ভূভাগের আয়তন বৃদ্ধি করে।" "আমাদের

---

(১) তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ পুস্তক।

(২) প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালা ইতিহাস।

(৩) "বেলাকূলং তাম্রলিপ্তং তামলিপ্তী তমালিকা"।

শব্দকল্প ত্রিকাণ্ড শেষ।

এই বঙ্গদেশেই ২০। ৩০। ৪০ বৎসরের মধ্যে নদী বাহিত জলের দ্বারা ভূভাগের যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নিতান্ত সামান্য নহে" (১)।

এই সকল সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হইবে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর এই সকল চরভূমি উৎপন্ন হইতে অন্যূন ৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে। অনন্তর অরণ্য অবস্থাতেও প্রায় ৪০ বৎসর গত হইয়াছে সাধারণতঃ দেখা যায় যে ১০। ১৫ বৎসর মধ্যে লবণ প্রস্তুতের ভূমি (জালপাই) যখন নিবিড় অরণ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছে তখন নিম্ন চরভূমি সকল যে ৪০ বৎসরের মধ্যে অরণ্যময় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ এই সকল সিদ্ধান্ত বলে জানা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর তমোলুকের দক্ষিণ দিগবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভ ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে মনুষ্য বাসোপযোগী হওতঃ দোর, মহিষাদল, ওমাই, অরঙ্গানগর, জলামুঠা, নাড়ুয়ামুঠা, রসুলপুর, বালিজোড় প্রভৃতি পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে।

দোর পরগণা গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল। মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর মিঃ রবার্ট ফেনি সাহেব ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে (১২৫১ সালে) উক্ত পরগণার ভূপরিমাণ ও কর নির্দ্ধারণার্থ জেলার কালেক্টরী হইতে পূর্ব্ব সংগৃহীত দোর পরগণার যে কাগজ আনয়ন করেন, তাহাতে ১২৭ সালের (৭২০ খৃঃ) মৌজা সুমারিতে ১১৮ মৌজা ও ৯২ চক থাকা দৃষ্ট হয় (২)। মহিষাদল প্রভৃতি পরগণা

---

(১) ভূবিদ্যা বিষয়ক পাঠ।

(২) মিঃ ফেনি রোয়দাদ।

গুলি একত্র মিলিত দেশ ও প্রাকৃতিক পার্থকতা পরিশূন্য একটী বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র; সীমাসূচক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহিনী দ্বারা বিচ্ছিন্ন মাত্র। তখন দোরর পুরাতত্ত্ব যে তৎসংলগ্ন সমকালবর্ত্তী উৎপন্ন মহিষাদল প্রভৃতির পুরাতত্ত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে পঞ্চম শতাব্দীর শেষে যে সকল স্থান সমুদ্র গর্ভ ছিল অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে (৭১৯ খৃঃ) সেই সকল স্থান বহু লোকালয় পূর্ণ স্বাস্থ্যকর জনপদ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, সেস্থলে অনুমান করিতে হইবে শত হস্ত গভীর সমুদ্র বালুকা পূর্ণ হইতে যদি প্রতিদিন গড়ে একচতুর্থাংশ ইঞ্চি পরিমিত বালুকা স্তূপ উৎপন্ন হয় তাহাহইলে ভূদার্শনিক পণ্ডিতগণের গবেষণা লব্ধ ব্যবস্থানুসারে ১৪৬০০ স্তর ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি স্থাপিত হইয়া ৩১৩ ফুট উচ্চ ভূমি হইতে নম্ভবতঃ ৪০ বৎসর গত হইয়াছে। অরণ্য অবস্থাতেও প্রায় ৫০।৬০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এমতস্থলে বলিতে হইবে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সকল ভূভাগে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। নতুবা ৭২০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৭ সালে দোর পরগণায় ১১৮ মৌজা ও ৯২ ঠক থাকিতে পারে না। অতএব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মনুষ্য বাসের সূত্রপাত হইয়া ১২৭ সালের (৭২০ খৃঃ) পূর্ব্বে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তৎসময়ের ভূম্যধিকারীগণের ইচ্ছানুসারে বা ঘটনাবিশেষে দেবভোগ, দেউলপোতা, জুনাট্যা, লক্ষ্যা, রামবাগ প্রভৃতি গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কালক্রমে ভূম্যধিকারীগণ আপন আপন অধিকৃত গ্রাম সমাহারের যে নামকরণ করিয়া কর সংগ্রহ করিতেন, তাহাকেই পরগণা বলে। কোন কোন পরগণায় দুই তিনটী ভূম্য-

ধিকারীও কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের আবাস বাটীর নাম গড় অর্থাৎ দুর্গ। ঐ সকল গড়ের অবস্থিতি স্থানের ব্যবধান অধিক দূরবর্ত্তী নহে। গড় গুমাইর প্রায় তিন মাইল দূরে লালগড়; ইহার ৩।৪ মাইল অন্তরে গড় রঙ্গী বসান; রঙ্গী বসানের অগ্নিকোণে চারি মাইল ব্যবধান গড় কালিকাকুণ্ড; ইহারই উত্তরে গড় রামবাগ অবস্থিত। এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে ঐ সকল ভূম্যধিকারীর অধিকার অধিক দূরব্যাপী ছিল না। কালক্রমে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিপতিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন হইয়া অথবা ভিন্ন স্থান হইতে আগত কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া এক একটী অথবা দুই তিনটী পরগণার অধিপতি হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই রায় চৌধুরী উপাধিধারী রাজা।

উড়িষ্যা বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় ৫৩৯ সালে (১১৩২ খৃঃ) কর্ণাটদেশ হইতে আগত মাহিষ্য জাতীয় গজপতি বংশোদ্ভব গঙ্গাবংশীয় চুরঙ্গদেব উৎকল সিংহাসন অধিকার করেন (১)। ঐ বংশীয় অনঙ্গ ভীমদেব রাজা কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হয় (২)। গ্রন্থান্তরে দেখা যায় ৫৩৮ সালে

---

(১) গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

(২) "শকাব্দেরন্ধ্রশুভ্রাংশু রূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদকারয়া মাসানঙ্গভীমেন ধীমতা" ॥

১ এস্থলে রূপ শব্দ ছয় সংখ্যা বোধক নহে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন উহা এক সংখ্যাবোধক। এই লিপি শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে মন্দিরগাত্রে খোদিত আছে। অনুবাদ ১১১৯ শকাব্দা, ৬০৪ সাল ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

(১১৩১ খৃঃ) গঙ্গায়াটীগণ উৎকলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশীয় অনঙ্গভীম দেব কর্ত্তৃক উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয় (১)। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে উক্ত মন্দির ৬০৪ সালে (১১৯৭ খৃঃ) গঙ্গাবংশীয় নরপতিগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। শেষে রাজপুতবংশীয় রাজাদিগের দ্বারা উৎকল সিংহাসন অধিকৃত হয় (২)।

ময়না রাজবংশাবলী পাঠ করিয়া জানা যায় উৎকল রাজ চুরঙ্গদেবের আত্মীয় সেনাপতি কালন্দী রাম সামন্ত সবঙ্গ পরগণায় রাজত্ব করিতেন এবং নিয়মিত রাজকর প্রেরণ করিয়া সতত অনুগত থাকিতেন ও রাজনির্দ্দেশে যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন। পরে রাজপুতবংশীয় দেওরাজের রাজত্বকালে রাজা কালন্দী রাম সামন্তের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষের রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ সামন্ত নিয়মিত রাজকর প্রেরণ না করায় দেওরাজ প্রেরিত সৈন্য কর্ত্তৃক উৎকলে নীত ও বন্দীকৃত হন। গোবর্দ্ধনানন্দ সঙ্গীত ও মল্লবিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুযোগমতে রাজাকে ঐ দুই বিদ্যা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া পুরস্কৃত হইতে সমর্থ হন। উক্ত রাজা তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ বাহুবলীন্দ্র উপাধি, ছত্র, বাণ, নিশান, ডঙ্কা এবং মাহিমুরত চিহ্ন অঙ্কিত যষ্টি প্রভৃতি রাজ চিহ্ন ব্যবহার করিতে অনুমতি করেন।

ময়নারাজ শ্রীধর দুই বৎসর নিয়মিত রাজকর প্রদান না

---

(১) প্রথম শিক্ষা বাঙ্গার ইতিহাস।

(২) ভারতবর্ষের ইতিহাস।

করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, সেজন্য তাহার রাজ্য অধিকার করিতে অনুমতি দান করিলেন। অধিকন্তু তথাকার লাউসেন দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি নিষ্কর করিয়া দিলেন। এইরূপে রাজ সম্মান প্রাপ্ত রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র তদানীন্তন ময়নারাজ শ্রীধর হইকে পরাভূত করিয়া লাউসেন দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক সবঙ্গ ও ময়না পরগণা শাসন করিতে লাগিলেন। এবং তিলদা গড় নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় অধিকার দৃঢ়ীভূত করিলেন। মহারাষ্ট্র-ভয়-ভীত নারায়ণগড়রাজমধুসূদন বল্লভ শ্রীচন্দ্র পাল ঐ তিলদা গড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইনি ১১৩৬ সালের (১৭২৯ খৃঃ) নারায়ণ গড় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বোধ হয় গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দের পর (৬০৪ সাল) ময়না অধিকার করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই কোন বিজয়ী সেনাপতি মহিষাদল প্রভৃতি পরগণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুস্বামীগণকে উচ্ছেদ করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই রায় চৌধুরী উপাধিধারী রাজা। বর্ত্তমান রায় গোষ্ঠীগণ আপনাদিগকে উক্ত সেনাপতির বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও তাঁহাদিগের বংশে মহারাজ কল্যাণ রায় চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করিয়া মহিষাদল রাজসিংহাসনকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এরূপ কথাও বলেন। কিন্তু তাঁহারা যে বংশ পত্রিকা অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে কল্যাণ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রাজার নামের উল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী রাজার উল্লেখ আছে। যাহা হউক কল্যাণ রায় চৌধুরী যে মহিষাদলের রাজা ছিলেন। দশশত ষাট সালের (১৬৫৩খৃঃ)

দান পত্র তাহা সপ্রমাণ করিতেছে (১)। এই সময় বঙ্গ সিংহাসনে সুলতান্ সুজা উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে বণিকপ্রবর জনার্দ্দন উপাধ্যায় গেঙয়াখালি নামক পার ঘাটে একটী নব জন স্থানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। শ্রুতি পরম্পরায় প্রচলিত গীতি কাব্যে এই দুই রাজার মৃত্যু, অগ্র পশ্চাৎ বর্ণিত হইয়াছে (২)। সেজন্য উভয়কে সমসাময়িক লোক বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

---

(১) সহায়

ইয়াকিদ্দি পরম মঙ্গলালয়

শ্রীরাজিবাচার্য্য সুচরিতেষু।

পার্শী রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী

লিখনং কার্য্যঞ্চাগে পরগণে মহিষাদল ওগয়রহাত খারিজ জমা জঙ্গলাৎ জমি। ১।০।০ একবাটী ব্রহ্মোত্তর তোমাকে দিলাউ জোআ করিঞা যুতিঞা, জোতাইঞা পরম সুখে ভোগ করহ পেষ কোস হবত খুব সহিত দায় নাই ...

... ... সন ১০৬০ সাল ... ...

পরগণে মহিষাদল		পরগণে তেরপাড়া	
... ... মৌজে লাইকুণ্ডি		... ... মৌজে তে... ...	
১০।		১০।	
জল	ধোশা	জল	ধোশা
৮।	২।০	৮।	২।

(২) তমোলুক নিবাসী ডোমজাতীয় বৃদ্ধ চড়ক সন্ন্যাসীর পঠিত তর্জ্জা।

আজ হাটে রাজা কল্যাণ পাছু জনার্দ্দন।
দুই রাজাতে চলে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন॥
দেশে পড়ে কান্নাহাটী দয়াল রাজার গুণে।
সস্তাদরে ধান বিকালো নাহি ধরে গুণে॥

রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী একজন উদ্যমশীল পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কার্য্যই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কৃষি বাণিজ্যের সুবিধার্থে ময়না পরগণার মধ্য দিয়া কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালীযোগে কলনাদিনী কংশাবতীর প্রবল স্রোত হোলদী নদীর সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছেন। ময়না রাজবংশাবলীতে উক্ত হইয়াছে, রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী ঐ কৃত্রিম সরিৎ খনন করাইয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহারই

দুর্য্যোধনের কপট পাশায় গেল ভুই ভাড়া।
খাজানা দায়ে প্রজা লোক হ'ল দেশ ছাড়া॥
রাম আইল দেশেরে ভাই পড়ে গেল সাড়া।
ঘুরে প্রজা রাম শরণকে রাজ্যে দেখে খাড়া॥
রামের মত প্রজা পালে রাজা রাজারাম।
সুখের হাসি প্রজার মুখে ফুটে অবিরাম॥
পঁয়তাল্লিশের ধাক্কা খেয়ে মুখে নাইক বাক্।
এদিকে শুকলাল চলে পেয়ে যমের ডাক॥
দুরাদৃষ্ট প্রজার কষ্ট কেবা আর দেখে।
আন্দিলাল ত পরবিষয়ের পাছে চোক রাখে॥
মার হাড়ায় কাট্যা কুট্যা লুট্যা পুট্যা খায়।
মায়ের মত রাণী জানকী বাঁচায় সেই দায়॥
ধর্ম্মে মতি রাণী জানকী আন্দিলালের জায়া।
দেউল কীর্ত্তি রাখি শেষে ছাড়িলেক কায়া॥
সাহেব শুবা এলো দেশে জাত নাইক থাকে।
গাঁয়ে এসে ভাতের হাড়ি হাড়ি পোড়ায় রাখে॥
সত্য গেল কলি এলো হা রামের হ'ল শেষ।
মহিষাদলে গোপাল রাজা রাজা হ'ল শেষ॥

নামানুসারে উহার নাম 'রায়খালী' নদী হইয়াছে। ফলতঃ রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী যে একজন খ্যাতনামা ভূপতি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বহুকাল সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সম্ভবতঃ বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কাশীরাম রায় চৌধুরী পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়রাম রায়ের সহিত একমত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাশীরাম অধিক দিন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। অল্পকাল মধ্যেই অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তখন তদীয় ভ্রাতা রাজা হৃদয় রাম রাজাসনে সমাসীন হন। এবং একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করান। উহা হৃদয় রামের পুখুর বলিয়া অদ্যাপিও লোক মুখে ঘোষিত হইতেছে। ইহার পুত্র উদয়চন্দ্র রায় পিতৃ বিয়োগের পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ইহা হইতে এই বংশের রাজত্বের শেষ হয়।

লোক পরম্পরায় শুনা যায় ইনি যৌবন সুলভ চপলতার বশীভূত হইয়া রাজকোষ পরিশূন্য করতঃ তদানীন্তন ঔপনিবেশিক রাজা রাজারাম উপাধ্যায়ের নিকট ঋণগ্রস্থ হইয়া পরিশেষে রাজ্য সম্পত্তি তাঁহার করে অর্পণ পূর্ব্বক বৃত্তিভোগী হওত শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তি রায় বংশীয়গণ বহুকাল ভোগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রায় বংশীয়গণ বলেন ঐ বৃত্তি ভীমাচরণ রায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১২৩০ সালে শ্রীমতী রাণী ইন্দ্রানী দেবীর মন্ত্রী মনোহর ঘোষ ঐ বৃত্তির বিলোপ সাধন করেন। এই উচ্ছৃঙ্খল রাজা বিলাস

রায় গোষ্ঠির বংশ পত্রিকা।

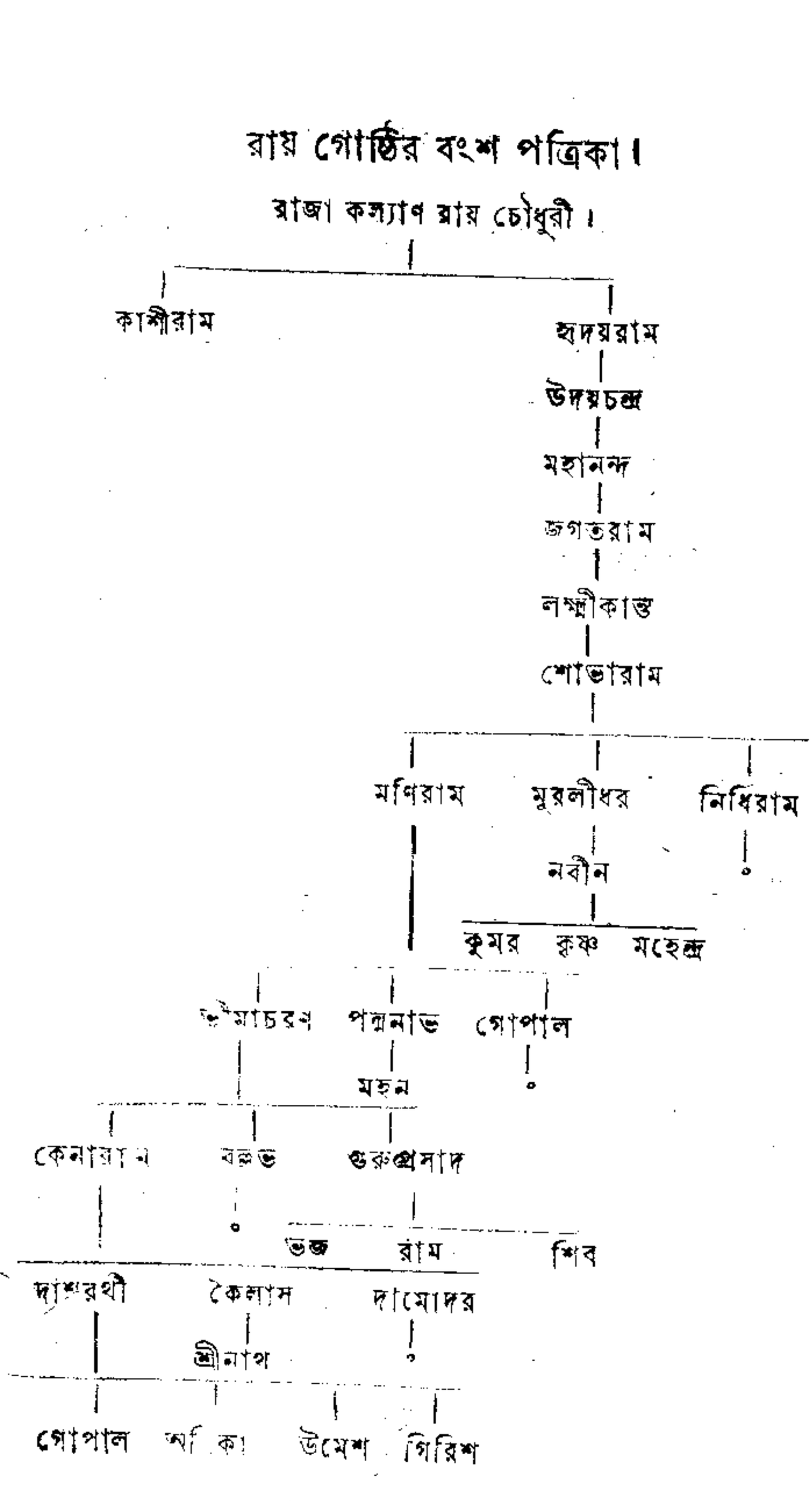

বাসনায় যে রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐ স্থানকে লোকে উদয় রায়ের গড় বলিয়া থাকে।

শুমগড় পরগণার রায়াপাড়া নিবাসী অশীতিপর, বিকলেন্দ্রিয় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মদন মোহন বেরা স্বরজড়িত বাক্যে বলিয়াছিলেন "গল্প শুনিয়াছি মহিষাদল একজন রাজার অধিকারে ছিল না। উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন লোক রাজত্ব করিত। পরে চৌধুরী রাজাগণ রাজত্ব করেন। ১।

উৎকল ভাষার হস্তলিখিত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, রায়া পাড়ায় মহাদেব স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। চন্দন সওদাগর উহার আবিষ্কারক। তিনি সিংহল হইতে পণ্যপূর্ণ সপ্ততরী সহ প্রত্যাগত হইয়া রায়াপাড়ার নিম্নস্থ সমুদ্রে আসিয়া অবস্থান করেন। এবং মহাদেবের আবির্ভাব জানিতে পারিয়া মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। তদবধি ঐ শিব পূজিত হইয়া আসিতেছেন। অধিপতি রাজাগণ সেবার জন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন তথায় প্রতি শিবরাত্রে মেলা হইয়া থাকে।

রাজা জনার্দ্দন উপাধ্যায়।

অতি পূর্ব্বকালে এই সকল ভূভাগে কোন বংশীয় লোক রাজত্ব করিত তাহা নিশ্চয় জানা না গেলেও ইহা অনেকের

---

(১) অরঙ্গানগর পরগণার রাজধানী মালঝাট্যাগড়। উহা ময়নাগড়ের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রুক্মিণী ঠাকুরাণী। নন্দপুর গ্রামে মোহিনীর দীঘী নামে বৃহৎ সরোবর আছে। উহার পরিমাণ ফল ২০০ বিঘার অধিক বলিয়া বোধ হয়। রায় বংশীয় মোহিনী নাম্নী কোন রাজাঙ্গনা কর্ত্তৃক ঐ সরোবর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ কিম্বদন্তী আছে।

মত যে পরে কৃষিজীবী চৌধুরী রাজবংশীয় ভূপতিগণ এই ভূভাগে রাজত্ব করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী রাজাদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী বিচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাত্মা জনার্দ্দন উপাধ্যায় মহিষাদলের প্রান্ত সীমায় এক অভিনব জনস্থান স্থাপন করেন। ইনি সামবেদী কণোজ ব্রাহ্মণ। ইহাঁর আশৈশব হইতে বাণিজ্য কার্য্যে অনুরাগ থাকায় ব্যবসায় উপলক্ষে নানা স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু কোন স্থান ইহাঁকে চিরকালের জন্য এক স্থান বাসী করিতে পারে নাই। অধুনা গেঙয়াখালী নামক স্থান ইহার মতির গতি পরিবর্ত্তন করিল (১) তিনি উহার তাৎকালিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। নিম্নভাগে বিশাল সমুদ্র প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতেছে। উপরিভাগে পত্র পুষ্প শোভিত নধর পল্লব অরণ্যানী সঞ্চর মান পবনের সহিত নৃত্য করিতেছে। ইহা দর্শন করিয়া তাঁহার মন যে প্রফুল্লিত হইবে আশ্চর্য্য কি! তিনি এই স্থানকে স্বর্গ অপেক্ষাও পরম রমণীয় মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার নবানুরাগ পূর্ণ মনোবৃত্তির নিকট হিংস্র জন্তুর উপদ্রব অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া তদানীন্তন মুসলমান দরবারে ঐ ভূভাগের অধিকার প্রার্থনা করিলেন। ভাগ্য লক্ষ্মী নিতান্ত সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ হইল। অবিলম্বে নবাব স্বাক্ষরিত নব জন স্থানের অধিকার সূচক সনন্দ প্রাপ্ত

---

(১) ১৮৮২ সালের তমলুক পত্রিকায় উক্ত হইয়াছে। জনার্দ্দন উপাধ্যায় কার্য্যান্তর ব্যপদেশে এদেশে আগমন করেন। (এই কার্য্যান্তরকে আমরা ব্যবসায় মনে করি)।

হইলেন। ইহাই উপাধ্যায় বংশের রাজত্বের প্রধান দলিল (১) এই রূপে অভিষ্ট লাভে পরিতুষ্ট হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্বীয় উদ্যমশীলতাগুণে ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রভাবে অল্প দিন মধ্যে তাদৃশ শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানী, অভিনব জনস্থানে পরিণত করিলেন। এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে তাঁহাকে যে কত মন্ত্রণা কত বিঘ্ন বিপত্তি প্রশান্ত হৃদয়ে সহ্য করিতে হইয়াছে, কত শত বার নিরাশার প্রবল তাড়না বুক পাতিয়া ধরিতে হইয়াছে কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? কে তাঁহার অনশন জনিত বৃক্ষবাসের অসহনীয় ক্লেশের তুলনা করিতে পারে? ফলতঃ তিনি যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া জন স্থান স্থাপন করেন তাহা চিন্তা করিলে মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তিনি কেবল সাহস ও অধ্যবসায়কে সহায় করিয়া আপনাকে এতাদৃশ গৌরবান্বিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন।

ক্রমে উপনিবেশের বন্য ভাব তিরোহিত হইল, কৃষকগণ স্থানে স্থানে উচ্চভূমিতে স্থায়ী বাসভবন প্রস্তুত করিয়া পরিজন-বর্গের সহিত বাস করিতে লাগিল। গ্রাম্য পাদপ, আম্র খর্জ্জুর কদলী তাল তেতুল প্রভৃতি ফলপ্রদ ও ছায়াপ্রদ বৃক্ষ শোভমান হইতে লাগিল। শৃগাল, কুক্কুর, বায়স প্রভৃতি গ্রাম্য পশু পক্ষী লোকালয়ে আশ্রয় লইল। অনুপ্ত ক্ষেত্র সমূহের বিষাক্ত বাষ্প রাশি সামুদ্রিক বায়ুর অবিরাম গতি প্রভাবে দূরগত হইতে থাকায় জনস্থান ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করায় পানীয় জলের অভাব দূর হইল। এই

(১) রাজবাটী লুণ্ঠনে প্রাচীন সনন্দ আদি বিনষ্ট হইয়াছে।

সময় উপাধ্যায় মহাশয় দুর্ভেদ্য পরিখা বেষ্টিত বাসভবন ধনাগার বিচারালয় সৈন্য (পদাতিক) বাস নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বদেশ হইতে পুত্র কলত্র আনয়ন করিয়া পরম সুখে অবস্থান করেন। ঐ বাসভবনের নাম গড় রঙ্গী বসান।

গড় রঙ্গী বসান সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে। তথায় একটী বক সহসা শিকরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু শিকরা বকের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রকে রক্ত ও বসায় রঞ্জিত করতঃ প্রাণত্যাগ করে। দর্শকবৃন্দ বকের অসাধারণ বীরত্ব দর্শন করিয়া স্থানমাহাত্ম্য বোধে তাহারা ঐ স্থানকে ভক্তি করিত এবং ঐ ভূভাগ রক্ত ও বসা দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম রঙ্গী বসান রাখিয়াছিল। উপাধ্যায় রাজ এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া উহাই বাসোপযোগী স্থান মনে করিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করেন তৎকালে উহার পরিমাণ ফল ৪০। ৫০ বিঘার অধিক ছিল না।

এইরূপে দুঃখ ভোগ কষ্ট স্বীকার করিয়া নব জনস্থানের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওতঃ স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। প্রজামণ্ডলী নির্ব্বিবাদে রাজভাগ প্রদান করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। তাঁহার উদারতায় প্রজাগণ নিতান্ত অনুগত হইয়া উঠিল। ইনি কতদিন রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন তাহার কোন প্রমাণ পত্র দেখা যায় না কিম্বদন্তী আছে শস্য সস্তা হওয়ার পূর্ব্বে রাজার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে অনুভব করা যায় নবাব সুজার শাসন কালে রাজা জনার্দ্দন প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা দুর্য্যোধন উপাধ্যায়।

পিতৃবিয়োগের পর দুর্য্যোধন উপাধ্যায় পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য ও বাণিজ্য কার্য্য একত্র সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইনি স্বভাবতঃ সরল চিত্ত ছিলেন না। প্রজা দোহন করাই ইহার প্রধান রাজধর্ম্ম হইয়াছিল। তৎকালে অতি উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রযুক্ত কৃষকগণ অধিক পরিমাণে শস্য প্রাপ্ত হইত বটে কিন্তু রাজ শোষকতায় তাহারা শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিত না। সুলভ মূল্যে অধিক পরিমাণে শস্য বিক্রয় না করিলে রাজার দাবি হইতে উদ্ধার পাইত না। সুতরাং অধিক শস্য লাভ করিয়াও কয়েক দিন পরে অন্নশূন্য গৃহ হইয়া হাহাকার করিতে থাকে ও নিরুপায় হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। প্রজার দুঃখে রাজার সহানুভূতি ছিল না। তিনি প্রজা সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কেহ দুঃখিত হইল না।

রাজা রামশরণ উপাধ্যায়।

উত্তরাধিক্রমে রামশরণ উপাধ্যায় মহিষাদল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সাধুতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্থানান্তরিত প্রজাগণ তাঁহার অমায়িকতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইতে থাকে। আগত প্রজা সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকায় তাহাদিগের বাসার্থ কয়েকখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সকল গ্রাম

তাঁহার নামানুসারে রামপুর, রামবাগ, পূর্ব্বশ্রীরামপুর নামে অভিহিত হয়। ইনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদ্দিও ইংরাজ কোম্পানি ১৬১১ খৃঃ এদেশে আসিয়া ১৬২০ খৃঃ পাটনায় ১৬৩৪ খৃঃ পিপলীতে কুঠি স্থাপন করেন তথাপি বিনা করে বাণিজ্য করিতে পারেন নাই। সম্রাট সাহাজানের কৃপায় ও বঙ্গেশ্বর সুজার অনুগ্রহে ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে বিনা করে বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হুগলি ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৮৬ খৃঃ নবাব সায়েস্তাখাঁর আক্রমণে পলায়ন করিয়া সুতানুটী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আশ্রয় উপলক্ষে কলিকাতা নগর স্থাপিত হইবার প্রথম সূত্রপাত হয়। পরে ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেবকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা শুল্ক দিতে স্বীকার করিয়া বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। রহিম খাঁ ও শোভাসিংহের বিদ্রোহ বশতঃ ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ১৬৯৬ খৃঃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ রাজা রামশরণ এই সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজা রাজারাম উপাধ্যায়।

নবাব ইব্রাহিম খাঁর অধিকারের শেষ সময়ে রাজা রাজারাম উপাধ্যায় পৈতৃকরাজ্যে রাজা হইয়াছিলেন। বণিক বৃত্তিতে অনুরাগ না থাকায় তাহার পরিবর্ত্তে কুশীদ গ্রহণের নিয়ম করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গেশ্বর মুরশিদ কুলিখাঁর রাজস্বসচিব নিষ্ঠুর প্রকৃতি নাজির আহম্মদ ও সায়েদ রেজা খাঁ বাকীদার নৃপতিগণের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিত। দুরাত্মারা মল-মূত্র-পূরিত সরোবরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রাজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃত্ত হইত। এই ভয়ে বঙ্গের কত প্রাচীন রাজবংশ অন্যের নিকট ঋণগ্রস্থ হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই উপদ্রবে অনেক রাজা ঔপনিবেশিক রাজা রাজারামের নিকটে ঋণাবদ্ধ হন। মহিষাদল-রাজ উদয় চন্দ্র রায় ব্যসনাসক্ত হইয়া রাজস্বভয়ে ইঁহার নিকট ঋণী হন। পরিশেষে ঋণদায়ে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিয়া তদ্দত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করতঃ জীবন যাপন করেন। এইরূপে অল্পে অল্পে মহিষাদল রাজলক্ষ্মী রাজা রাজারামকে আশ্রয় করিলেন। তিনি মহিষাদল, গুমাই, তেরপাড়া ও অরঙ্গানগর পরগণার পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। রায় বংশের রাজত্ব শেষ হইল। যৎকালে জনার্দ্দন উপাধ্যায় এদেশে উপনীত হন তৎকালে একথা কেহই মনে করে নাই যে এই মহাত্মার বংশধরগণ ভবিষ্যতে মহিষাদলের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপন নামে রাজসনন্দ পাইবার জন্য নবাব সরকারে সমস্ত ষ্টেটের নিয়মিত রাজকর ও উপযুক্ত উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। নবাব দরবারে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। এবং নবাব স্বাক্ষরিত রাজ সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। গুমাই রাজবাটী হইতে ধনাগার বিচারালয় প্রভৃতি রঙ্গী বসান দুর্গে নীত হইল। রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রতি গ্রামে আমিন (মণ্ডল) মুখ্য প্রভৃতি অবৈতনিক ভূমি-

ভোগী কর্ম্মচারী এবং বেতনভুক এক এক জন গোমস্তা নিযুক্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে লোকে একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-পাত করিত। তাহারা তৎকালে গোলার ধান, বাড়ীর বেগুণ, পুখুরের মাছ এবং গাভীর দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যেই পরিতুষ্ট ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইত। এবং দীর্ঘজীবী হইয়া পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের সহিত বাস করিত। দেশের অজ্ঞভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধনীর সন্তানগণ উৎকল, বাঙ্গলা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। ইনি ন্যায় বিচার বিতরণ করিয়া সকল শ্রেণীর প্রজার প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাপালনের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া বাসার্থ বহু সংখ্যক প্রজা উপস্থিত হইতে থাকে। সেজন্য কয়েকখানি গ্রাম স্থাপন করেন। কালক্রমে ঐ সকল গ্রাম তাঁহারই নামানুসারে রাজনগর রাজারামপুর বলিয়া আখ্যাত হয়। ইহাঁর একমাত্র পুত্র যুবরাজ শুকলাল উপাধ্যায়। রাজা স্ত্রীপুত্র সহ রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া বয়সের পরিণতাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর রাজত্বকালে প্রজাগণ অত্যন্ত সুখী হইয়াছিল। কোনপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। রাজারামের রাজ্যে বাস তাহা-দিগের পক্ষে রামরাজ্য বাসের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

রাজা শুকলাল উপাধ্যায়।

পিতৃ-বিয়োগের পর শুকলাল উপাধ্যায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া বিনয় ঔদার্য্য ও অমায়িকতাগুণে কি রাজ কর্ম্মচারী কি প্রজা মণ্ডলী সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কিরূপে প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত

হইবে, দেশের ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইবে, এবং কি কৌশলে ঐ সকল ক্ষেত্র অধিক উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রচুর পরিমাণে শস্যশালী হইবে নিয়ত তাহারই চিন্তা করিতেন।

তিনি স্থানে স্থানে সুগভীর দীর্ঘিকা খনন করাইয়া সুমিষ্ট সলিল দ্বারা কৃষিকার্য্য করিবার উপায় বিধান করিলেন। এবং কয়েকখানি গ্রাম স্থাপন করিয়া নবাগত প্রজাগণের বাসের সুবিধা করিয়া দিলেন। কালক্রমে ঐ সকল সরোবর ও গ্রাম তাঁহার নামানুসারে শুকলাল দীঘি, কুলাল দীঘি, শুকলালপুর, শুকলাল চক বলিয়া আখ্যাত হইল। ইনি যে সময়ে মহিষাদল সিংহাসনে সমাসীন হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও দেশ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ১১৪৪ সালের (১৭৩৭ খৃঃ ১১ই অক্টোবরের) রাত্রিতে ভাগীরথীর মোহানায় ভয়ঙ্কর ঝটিকাপাত হয়। নদী জল সপ্ত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশ নগর গ্রামকে জলপ্লাবিত করিয়া ফেলে, ইংরাজ কোম্পানির আটখানি জাহাজ মাজি মাল্লা সহ জলমগ্ন হয়, ছোট বড় বিংশতি সহস্র নৌকা ভগ্ন হইয়া যায়, বড় বড় নৌকা নদীতীর হইতে তরঙ্গতাড়িত হইয়া এক ক্রোশ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। দেশের ধন সম্পত্তি, শস্য ও গৃহাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি ভাসিয়া যায়। রোপিত ধান্য বৃক্ষ জলতলে পচিয়া যায়। এই অজন্মা হেতু পর বৎসর দেশ মধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পূর্ব্ব বৎসরের হতাবশিষ্ট অসংখ্য নর নারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে থাকে। এই দুর্দ্দিনে ইংরাজ কোম্পানি বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক উঠাইয়া দিয়া

অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকেন। অধিকন্তু যথোচিত পরিমাণে চাউল ও অর্থ বিতরণ করিয়া আসন্ন মৃত্যু মুখ প্রবিষ্ট জনগণকে জীবন দান করেন (১)। ইহা যে ইংরাজ জাতির অসাধারণ দাতৃত্ব শক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাহা কখনই বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে দূর হইবার নহে।

এই দুঃসময়ে মহিষাদলরাজ শুকলাল উপাধ্যায় স্বরাজ্যস্থ প্রজা রক্ষার্থ শস্যাগার ও রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলেন। বৃদ্ধ পরম্পরায় শুনা যায় এই ১১৪৫ সালের অক্রেয় বৎসরে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ইহার মৃত্যুতে দেশের তাবৎ লোক ও রাজকর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হয়।

রাজা আনন্দ লাল উপাধ্যায়।

সম্ভবতঃ ১১৪৫ সালে (১৭৩৮ খৃঃ) পিতৃবিয়োগের পর যুবরাজ আনন্দলাল উপাধ্যায় রাজ্যাধিকারী হইয়া পূর্ব্ব প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া নবনিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। প্রত্যেক পরগণায় এক এক জন নায়েব নিয়োগ করিয়া গ্রাম্য কর্ম্মচারীগণের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহের বিধান করিলেন। বর্ষাকালীন নদী জল রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া কৃষি ক্ষেত্র সকলকে অধিকতর শক্তিশালী ও শস্যশালী করণোদ্দেশে বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়া একখানি গ্রাম স্থাপন করেন। বর্ত্তমান উহার নাম আনন্দখালী ও আনন্দপুর। এই কীর্ত্তিদ্বয় তাঁহাকে অমরতা প্রদান করিয়াছে। তিনি বহুকাল পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার নাম বিলুপ্ত হয় নাই।

---

(১) পুরাবৃত্তসার।

গুমগড় পরগণার শূদ্রধর্ম্মী কায়স্থ জাতীয় রাজা দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী, মৃত রাজা শুকলাল উপাধ্যায়ের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা সময়ে উহা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে নব রাজ উহা পাইবার জন্য মুসলমান বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তথাকার শেষ মীমাংসায় অবধারিত হইল দুর্গাপ্রসাদের ঋণ তাঁহার জমিদারী হইতে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ লইবেন। এবং রাজাকে পরিশোধ না হওন কাল পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি ও নবাব সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদান করিতে থাকিবেন। তদনুসারে রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায় কাঞ্চনপুর নিবাসী চিরঞ্জীব ধাড়াকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহার্থ গুমগড়ে প্রেরণ করিলেন। তিনি বয়াল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে রাজা দুর্গাপ্রসাদ ক্রোধ পরবশ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। কিন্তু তিনি মনে ভাবেন নাই যে এই বিষয়ের জন্য পরিশেষে আপনাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে।

রাজা এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বহু সংখ্যক লুণ্ঠনকারী সর্দ্দার পাইক প্রেরণ করিয়া নন্দিগ্রাম, গড় চক্রবেড় ও ভেটুরার লগমামণির গড় লুট ও রাজ্য অধিকার করিলেন। দুর্ভাগ্য রাজা দুর্গাপ্রসাদ চৌধুরী পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। গুমগড়ের সর্ব্বত্রে রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। এই সময়ে বঙ্গ সিংহাসনে আলিবর্দ্দি খাঁ বিরাজ করিতেছিলেন এবং তিনি উপদ্রবকারী মহারাষ্ট্রীগণকে

শাসন করিবার জন্য নানাস্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে মাজনা রাজ যাদব রাম রায় চৌধুরী স্বীয় পুত্রের বিবাহের তৈল হরিদ্রার দক্ষিণাস্বরূপ ১১ খানি গ্রাম বিশিষ্ট কাশিম নগর পরগণা (১) প্রাপ্ত হন। এবং উহার লভ্যাংশ বাদে বাকী রাজস্ব বঙ্গেশ্বরকে নিয়মিত রূপে দিতে থাকেন।

রাজা আনন্দ লাল উপাধ্যায় বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার একমাত্র পত্নী শ্রীমতী রাণী জানকী দেবী। মহারাজ রাজ্ঞীর অভিপ্রায় মতে মতিলাল পাড়ে নামক কুটুম্ব পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করেন।

এই সময়ে বঙ্গের রাজ-শক্তি লইয়া নবাব ও কোম্পানির মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতে থাকে। যদিচ ১৭৫৭ খৃঃ ক্লাইব, কোম্পানির নামে বাঙ্গালা বেহারের দেওয়ানী সনন্দ সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান নবাবদিগকে একবারে ক্ষমতাশূন্য করিতে পারেন নাই। উভয় পক্ষ হইতে প্রজা দোহন হইতে থাকে। ইহার উপর ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে (১১৭৬-৭৭ সালে) দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে অনাহারে দেশের

---

(১) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারির ১ম সংখ্যক কান্তিতে লিখিত হইয়াছে মহিষাদলের রাজা, রাজা যাদব রায় চৌধুরীর কাশিমনগর পরগণা বল পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। মাজনা রাজপুত্র যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে যাদবরায় প্রতিনিবৃত্ত করতঃ দানপত্র লিখিয়া পাঠান। এরূপ বলায় যাদবরামের নিন্দা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ যে বল পূর্ব্বক লইতে পারে তাহার আর দানের প্রত্যাশা কি? দানদত্ত ভূমি নিষ্কর নহে কেন? কান্তির মহা ভুল। উহার কালেক্টরী খাজনা রাজাকে দিতে হয়।

এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করে। মহারাজ আনন্দ লাল উপাধ্যায় এই দুর্ভিক্ষে রাজ্যস্থ প্রজাগণকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। তিনি ১১৭৬ সালের (১৭৬৯ খৃঃ) দুর্ভিক্ষ বৎসরে প্রাণত্যাগ করেন। এই ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষকে সচরাচর লোকে ছিয়াত্তোরের মন্বন্তর বলিয়া থাকে।

শ্রীমতী রাণী জানকী দেবী।

যে সময় বঙ্গভূমি ঘোর অশান্তিতে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। সিরাজউদ্দৌলার পরবর্ত্তী নবাবগণ ইংরাজ কোম্পানির ক্রীড়নক হইলেও আপনাদিগের মধ্যে রাজশক্তি লইয়া টানাটানি করিতে ছিলেন। কখন মির জাফর, কখন মির কাশিম, কখন নিজাম উদ্দৌলা বঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করিতে থাকেন। এক্ষণে সেই শক্তি ভিন্নধর্ম্মী ও ভিন্ন জাতির একবারে হস্তগত হইতে দেখিয়া অন্তঃসার শূন্য নবাব নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় এক এক বার প্রকাশ পাইতে ছিলেন। সেই বিপ্লবের সময়ে ১১৭৭ সালে (১৭৭০ খৃঃ) শ্রীমতী রাণী জানকী দেবী মহিষাদল রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজকার্য্য ও দেবানুরক্তিতা তাঁহার জীবন সহচর হইয়া উঠে। পতি দেবতা রাজ্ঞী রাজ্যাধিকারিণী হইলেও অবলম্বিত যতি ধর্ম্মের কোন প্রকারে অঙ্গ হীনা করেন নাই। ধর্ম্ম কার্য্যের সহিত নির্লিপ্ত ভাবে রাজ কার্য্য পর্য্যা-

লোচনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথমেই রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাক্ষরিত সনন্দ দ্বারা ভূমি দান করিলেন (১)।

এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানি এদেশের রাজকার্য্য স্বহস্তে লইয়া ১১৭৯ সালে (১৭৭২খৃঃ) ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে বাঙ্গলার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রতি জেলায় কালেক্টর নামধারী এক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া বঙ্গীয় জমিদারগণের সহিত ৫ বৎসরের জন্য জমা ধার্য্য করিয়া দেন। মহিষাদলেশ্বরী আপন মন্ত্রী করুণাময় দাস ও সহকারী মন্ত্রী গৌরাঙ্গচন্দ্র দাসের অভিমতানুসারে উক্ত বন্দোবস্ত স্বীকার করেন। কিন্তু কোন জমিদার বন্দোবস্তানুরূপ কার্য্য করিয়া কালেক্টরকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। বন্দোবস্তের ৫ বৎসর

---

(১) শ্রীশ্রীরাম।

নাগরাঙ্কর
মোয়াজি ৫০ বিঘা
জমি ব্রহ্মোত্তর
দিলাম সন ১১৭০
সাল।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী সমুদার চরিতেষু।

ব্রহ্মোত্তর সনন্দ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমার জমিদারী পরগণে মহিষাদল ও পরগণে গুষগড় ওগেরহাত মোয়াজী ২। ১০ দুই বাটি দশ বিঘা জমি মাফিক তপশীল জমিন তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিলাম। জমি জোতিয়া ভোগাইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ। অপর আর কোন দায় নাই। এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর পত্র দিলাম ইতি। ১১৭৭ এগার শত সাতাত্তর সাল তারিখ ১লা ফাল্গুন।

অতীত হইলে গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পূর্ব্ব বন্দোবস্তের প্রাপ্য রাজস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১১৮৪ সাল (১৭৭৭ খৃঃ) হইতে বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম করেন।

পূর্ব্ব প্রদেয় রাজস্ব দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মহিষাদলেশ্বরী বিলক্ষণ লাভবান হন। এবং ঐ অর্থে পরবৎসর ৺ গোপাল জীউর বৃহৎ নবরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন (১)।

লোক পরম্পরায় শুনা যায় দেউল পোতায় ৺ গোপীনাথের মন্দির এই ধর্ম্মশীলা রাজ্ঞীর নির্ম্মিত। গ্রন্থান্তরেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে (২)। কিন্তু মন্দির গাত্রে দেখা যায় ধ্বংসীভূত বর্ণাবলীর মধ্যে 'সন হাজার ১৫০ সাল' স্পষ্ট লিখিত আছে (৩)। তাহাহইলে অনুমান করিতে হইবে উহা ১১৫০

---

(১) গোপাল জিউর মন্দিরস্থ প্রস্তর লিপি।

শুভমস্তু ১৭০০ শকে শ্রীনৃপানন্দলালস্য পত্নী
শ্রীজানকীয়াদ্বন্দ্বত্রয়োবিংশসনেদশেধুনবরত্নদদে
সপ্তদশশকেগোপালরায় তৎগঠিতশ্রীপাচুসেনা
মিশ্রিরে। ১১৮৫ সাল।

প্রবাদ এই বিগ্রহ কোন ধীবরের জালে নদী গর্ভ হইতে উত্থিত হন। প্রতি শ্রীপঞ্চমীতে গোপালের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উৎসব হয়। বোধ হয় উহা ধীবরের স্মরণ চিহ্ন।

(২) বালাবোধ গ্রন্থ। বাবু সতীশ চন্দ্র মাইতি প্রণীত।

(৩) ৺ গোপীনাথের মন্দিরস্থ খোদিত লিপি।

. . .
. . .
. . .

. সন হাজার ১১৫০ সাল।

সাল। কিন্তু ১১৫০ সালে রাজ্ঞী রাজকার্য্যে সংলিপ্ত হন নাই। তিনি ১১৭৭ সালে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং রাণীকে ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে না। তাঁহার স্বামী রাজা আনন্দ লাল উপাধ্যায় ১১৪৫ সালে রাজা হইয়া ১১৫০ সালে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মপ্রাণা রাণী রাজকার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়া ঐ দেবতার সেবার জন্য বহু বিত্ত দান করিয়াছিলেন মাত্র ইহাই সঙ্গত বলিয়া অনুমান করা যায়।

গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক বন্দোবস্ত করায় দেশের অধিকাংশ ভূমি অকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মহিষাদলেশ্বরী ঐ সময়ে আপন রাজ্যের কতকাংশ পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য করান এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শস্য রাখিবার জন্য গোলাবাটী নির্ম্মাণ করান। কাল-ক্রমে উহা রাজার খাষ খামার হইয়া যায়। এই উপায়ে রাজ্ঞী বিস্তর লাভবান হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে থাকেন। এবং স্বহস্তে রাজকার্য্যে স্বাক্ষর করিবার নিয়ম করেন। ১১৮৯ সালের (১৭৮১ খৃঃ) ছাড়পত্র তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ (১)।

---

(১) চিঠি ফসল ছাড়

খারিজা জমি ব্রহ্মত্তর পরগণে

সুযগড় ওগেরহ সন .... সন ১১৮৯ সাল।

আসামী ———— জমী ————

। ———— ০ । ————

বিদেশী ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী

সাং বেলুন পং বর্দ্ধমান

বয়াল —— ৪। চারি বাটী জর্ম ইতি

ধর্ম্মপ্রাণা রাণী ১১৯৫ সালে (১৭৮১ খৃঃ) রামবাগ নামক স্থানে ৺রামজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (২)।

এই সময়ে ভারত গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয় বার্ষিক বন্দোবস্তের দোষে দেশের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ১১৯৬ সালে (১৭৮৯ খৃঃ) সহজ প্রদেয় জমায় দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। রাজ্ঞী এই বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া আপনাকে অধিক সুখী বোধ করেন। ইংরাজ-রাজ, অধিকৃত রাজ্যকে সুশৃঙ্খলা পূর্ণ করিবার জন্য প্রতি জেলায় জজ, রেজেষ্টর, মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়া প্রজার স্বত্ব স্থির রাখিবার উপায় স্থির করেন। শান্তিরক্ষার্থ জেলায় জেলায় কয়েক ক্রোশ অন্তর থানা স্থাপন করিয়া দারোগা নিযুক্ত করেন। তদনুসারে মছলন্দপুরে একটী থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কর্ণওয়ালিস মহোদয় বন্দোবস্ত গুণে জমিদার ও প্রজাকে সুখী হইতে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে ১২০০ সালে (১৭৯৩ খৃঃ) ঐ দশসালা বন্দোবস্তকে চিরবন্দোবস্তে পরিণত

মৌজা মজুকের ইজারদার আমিন প্রতিবিদানঙ্ক আগে চিঠি মাফিক গুজস্তা পয়েস্ত সমেতে ভেড়ি বন্দী লইবা ভোগ প্রমাণ জমির ফসল ছাড়িবা ইতি।

(২) রামবাগস্থ মন্দির গাত্রস্থ খোদিত লিপি।—

শুভমস্তু ১৭১০ সতরশদশদিগৃখি চন্দ্রসখোত্ত শকেভূস্থত
বাসরেহহ্ন্যংশে ঘটসাযাক্ষ্যা বেদীস্তবাস্যাতিথৌ তথা,
ভূমিপালমলালস্যপত্নি শ্রীজানকীমুদাদদৌ শ্রীরাম-
চন্দ্রায়'মন্দিরঞ্চেদমুত্তমং।   (১১৯৫)

করিয়া বঙ্গের কি রাজা কি প্রজা সকলের প্রীতিভাজন হইলেন। রাজ্ঞী সহর্ষচিত্তে এই বন্দোবস্ত স্বীকার করিলেন। গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে প্রজাগণও কায়েমী স্বত্বে ভূমি ভোগ করিবার স্বত্ব পাইল।

রাজস্বের লভ্যাংশ, খামার ও তেজারতির আয়ে রাজ্ঞীর ধনাগার পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ১২০৬ সালে (১৭৯৯ খৃঃ) বৃন্দাবনে ৺জানকী রমণের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেবার্থ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন (১)।

১২১০ সালে (১৮০৩ খৃঃ) ধর্ম্মপ্রাণা রাণী শুমগড় পরগণার নন্দিগ্রাম নামক স্থানে ৺ জানকীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া (২) সেবার্থ বহু পরিমিত ভূমি প্রদান করেন। অধিকন্তু

(১) বৃন্দাবনস্থ মন্দির গাত্রস্থ লিপি।

শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবন কুঞ্জ মন্দির শ্রীশ্রীজানকীরমণ স্থাপিত
শ্রীমত্যা রাণী জানকীদেব্যাভূপত্যা পরগণে মহিষাদল
তৎকর্ম্মকর্ত্তা বদরীনাথ দাস মহন্ত। সন বাঙ্গালা ১২০৬ সাল।

নাগরাক্ষরে। শ্রীমদ্বৃন্দাবনে রাজ্ঞ্যা জানক্যা কৃষ্ণপ্রীতয়ে।
জানকীরমণস্যেদমন্দিরং কারিতমদৃঢ়ম্ ॥ ১ ॥
রসবারগাষ্টচন্দ্রেঽব্দে ভূতেনাদ্রীন্দুকে শকে।
মধৌ চ সিতে সপুষ্যা তৎস্বরূপং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ২ ॥
(সংবৎ ১৮৫৬) (ইং ১৭৯৯ খৃঃ) (বাঙ্গলা ১২০৬ সাল)

(২) নন্দীগ্রামের মন্দির গাত্রস্থ খোদিত লিপি।

শকে পঞ্চযুগ্মেষি চন্দ্রে সিতাহে,
ক্রিয়ে পঞ্চবিংশে ঘটপূর্ণমাস্যাং।
নৃপা নন্দলালস্যরাজ্ঞী তু রাজ্ঞী,
দদৌ জা[illegible] জানকীনাথ কা[illegible] ॥
(১৭২৫ শক, সন ১২১০ সাল ১৮০৩ খৃঃ)

আপন অধিকারের মধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর নৈত্যিক সেবার জন্য স্বতন্ত্ররূপে ভূমি দান করিয়াছেন। এবং তত্তৎ স্থলে দেশের মঙ্গলার্থ শারদীয় পূজার নিমিত্ত বাৎসরিক বৃত্তি পাইবার নিয়মাবধারণ করিয়াছেন।

৺ বাশুলী দেবী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে। দেবী আপনাকে ব্রাহ্মণ কন্যা পরিচয় দিয়া গুমগড় নিবাসী কোন ধীবর গৃহে অবস্থান করেন এবং ধীবরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। দেবীর অবস্থান নিবন্ধন দিন দিন ধীবরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেশাধিপতি এসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই রূপবতী ষোড়শী ব্রাহ্মণ কন্যাকে রাজপুরীতে আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। দূতগণ তাঁহার নিকট রাজার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে দেবী ঈষদ্ধাস্য করতঃ প্রস্তরীভূত হইলেন। রাজ ভৃত্যবৃন্দ এই অভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে প্রস্থান পূর্ব্বক রাজসমীপে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। পরিশেষে ধীবর ঐ পাষাণ প্রতিমা সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিল।

অনন্তর কোন ব্রাহ্মণ স্বপ্নযোগে সমুদ্র গর্ভে দেবীর আবির্ভাব দর্শন করিয়া দেবী বাক্যে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সাগর সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া দেবীর উদ্ধার সাধন করিল। এবং তাঁহার অভিলষিত স্থানে স্থাপন করিয়া বংশ পরম্পরায় পূজার অধিকারী হইলেন, এবং দেবীর নাম ৺ বাসুলী বলিয়া প্রচারিত হইল।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন। ইংরাজ কোম্পানি বাঙ্গলা বেহারের দেওয়ানি গ্রহণের পর (ইং ১৭৬৫ খৃঃ) লবণ ব্যবসায়ের বিস্তৃত একচেটে কারবার আরম্ভ করেন। সল্ট এজেণ্ট

গণ লবণ প্রস্তুত করাইবার জন্য দারোগা, জেলাদার, আদলদার চৌকীদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেতনভুক্ত দেশীকর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। জমিদারগণকে বার্ষিক নিমক মোসহরা দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের অধিকৃত ভূমিতে লবণ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ঐ সকল দেশীয় কর্ম্মচারীগণের মধ্যে অধিকাংশ তান্ত্রিক মতাবলম্বী। তাহারা মদ্য মাংস দ্বারা দেবী পূজা করণার্থ উক্ত দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মপ্রাণা রাণী এই দেবীর সেবার জন্য বিস্তৃত ভূখণ্ড দান করেন, বর্ত্তমান তাহার নাম বাসুলী চক হইয়াছে।

রাজ্ঞী ১২০৫ সালে (১৭৯৮ খৃঃ ১৮ই জুলাই) ময়নাধিপতি রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্রের নামে তমস্থকী টাকার জন্য মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেন। আপীল আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে ৫১,২২৫৸৩ টাকার ডিক্রি হয়। রাজ্ঞী ডিক্রি জারি দ্বারা ১৯,৯৮২৷৷১৯ টাকা আদায় করেন। রাজত্বের মধ্যে যে সকল অসুপ্ত ক্ষেত্র ছিল তাহার কতকাংশ স্বাক্ষরিত পাট্টাবিলি দ্বারা আবাদ করান (১)। এরূপে সমভাবে রাজকার্য্য ও ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ১২১১ সালে (১৮০৪খৃঃ) মানবলীলা সম্বরণ করি-

---

(১) উৎকল অক্ষরে লিখিত তাল পত্রের পাট্টা।

১১৮৪ সাল ছকু মণ্ডল।

১১৮৪ ঐ দুর্গাচরণ মণ্ডল।

১১৯৯ ঐ ... ...

১২০২ ঐ চৈতন্য মাইতি।

১২০৩ ঐ খোশাল সিংহ।

১২০৪ ঐ অর্জ্জুন মণ্ডল।

লেন। ধর্ম্মপ্রাণা রাণীর দেবানুরক্তিতা এতাদৃশী প্রবলা হইয়াছিল যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারিতেন।

রাজা মতিলাল উপাধ্যায়।

১২১১ সালে (১৮০৪খৃঃ) পোষ্য মতিলাল উপাধ্যায় রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন বটে কিন্তু কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া বসন্তরোগে অন্ধ হন। এবং আপনাকে অক্ষম মনে করিয়া পরমাত্মীয় গুরুপ্রসাদ গর্গকে ধন সম্পত্তিসহ রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ হেবা করিয়া দেন।

মতিলাল রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে ৺ গোপালের নিমিত্ত সপ্তদশ চূড়ক সমন্বিত বৃহৎ দারুময় রথ নির্ম্মাণ করান। ৺ জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রার অনুকরণে প্রতি বর্ষের আষাঢ়ীয় শুক্লা দ্বিতীয়াতে ঐ রথোৎসব গুঞ্জাবাটী নামক প্রাসাদে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রজাগণ এই উৎসবের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে স্বীকৃত হয়। তদনুসারে রথ খরচা নামক স্বতন্ত্র বাব পুরুষানুক্রমে অর্পণ করিতেছিল সম্প্রতি ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের বিধান ক্রমে রথখরচা জমার সহিত পরিগণিত হইয়া গিয়াছে।

মহিষাদলের রথ বঙ্গের একটী প্রধান দৃশ্য। ইহার উৎসব উপলক্ষে নানাস্থানের ব্যবসায়ীগণ স্ব স্ব পণ্য দ্রব্য আনয়ন করে। সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া নরস্রোত জল স্রোতের ন্যায় যেন কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। রাজ পথ মস্তকময় হইয়া উঠে। উৎসব ভূমি যেন একটী সঞ্চরমান মস্তকময় ক্ষেত্ররূপে প্রতীয়মান হয়।

উক্ত রাজা রামজীর জন্য নবচূড়ক রথ নির্ম্মাণ করান। রাবণ বধ উপলক্ষ করিয়া প্রতিবর্ষে বিজয়াদশমীতে উহার উৎসব হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে একটী ক্ষুদ্র মেলা হয় অসংখ্য নরনারী পূতমনে ঐ মেলায় যোগদান করে। কৃষি লব্ধ দ্রব্য বহুল পরিমাণে বিক্রীত হয়।

এই সময় ভারত গবর্ণর জেনেরল লর্ড ওয়েলেস্‌লী মহোদয় গঙ্গাসাগরে শিশু নিক্ষেপ করা হিন্দুর নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দেন। সংসারের শোক তাপ পরিজ্ঞান শূন্য শিশুকে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতা স্বহস্তে সাগর সলিলে নিক্ষেপ করিয়া স্বচক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা দর্শন করে ইহা কি অল্প নিষ্ঠুরতার কার্য্য ?

হেবাসূত্রে ১২১২ সালে গুরুপ্রসাদ গর্গ রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াই অল্প দিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি যে রাজপদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত পাট্টা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে (১)।

এই সুযোগে মতিলাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার রাজ কার্য্যে সংলিপ্ত হইলেন। এবং রাজকার্য্যে আপন নাম ব্যবহার করিতে লাগিলেন (২)।

---

(১) ১২১২ সাল শোভাসিংহ বক্সী। তালপত্রের পাট্টা।

(২) চিটা ফসলছাড়ি খারিজা জমি
ব্রহ্মত্তর পরগণে গুমগড় ওগেরহ ইতি
সন ১২১৩ সাল তাং ১৭ মাঘ।
আশামী। ——— ———জমি। ———
০ |————————• |———

এ দিকে পতিবিয়োগ বিধুরা হৃত-সর্ব্বস্ব-রাজ্ঞী শ্রীমতী মন্থরা দেবী পুত্রগণ সহ রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে নিঃসহায় অবস্থায় অশ্রুনীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। সুযোগান্বেষী স্বার্থপ্রিয় মন্ত্রী রামকুমার বর্ম্ম তাঁহার পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরাজ দরবারে অন্ধরাজের অবৈধ ব্যবহারের প্রতিকার প্রার্থনায় অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এবং ইংরাজ আদালতের পক্ষপাত পরিশূন্য ন্যায় বিচারে জয়লাভ করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করিলেন। রাজ্ঞী মন্ত্রীর সহায়তায় রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রামকুমার বর্ম্মের প্রার্থনানুযায়ী রাজত্বের তিন আনা অংশ পুরস্কার করিলেন। রাজ্ঞী রাজ্য উদ্ধার করিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। পতি বিয়োগে যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার উপর মোকর্দ্দমার বিষম ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি কোনরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইলেন। রাণীর উত্তরাধিকারী ক্রমে রাজা রঘুমোহন গর্গ, রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গ ও রাজা

বিদেশী
ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী
সাং বেলুন।
মৌং বয়াল।————৪।০। মোয়াজি চারি বাটী ইতি।
গ্রাম মজকুরের এতমামদার ও সরবরাকার প্রতি মালুম আগে ইহার জমিনের সাবেক ছাড় চিটীদৃষ্টে ভোগ প্রমাণ হাল সনের মহসুল ছাড়িয়া দিবা।
ঐ মর্ম্মে উৎকলাক্ষরে অনুবাদ আছে।
১২১৩ সালে কৃষ্ণ মাজিকে রাজা মতিলাল পাট্টা দেন।

কালীপ্রসাদ গর্গ রাজাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু কেহই অধিক দিন রাজাভোগ করিতে পারেন নাই। ইহাদিগের মধ্যে রাজা ভবানীপ্রসাদ গর্গ ৺ভবানী দেবীর আরাধনা করিতেন। বর্ত্তমান ঐ স্থানের নাম ভবানীতলা। প্রবাদ আছে ভবানীতলায় নরবলি প্রদত্ত হইত। এই রাজ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের অভিনয় আরম্ভ হইল। বলরাম বর্ম্ম, হরদেব রায়, রামদুলাল ঘোষ মন্ত্রী পদ হইতে অবহৃত হইতে লাগিলেন।

রাজা জগন্নাথ গর্গ।

১২১১ সাল হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি কয়েক জন রাজা রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে ঐ সকল অকাল প্রাপ্ত ভূপতিগণের শেষ উত্তরাধিকারী রাজা জগন্নাথ গর্গ ১২১৪ সালে (১৮০৭ খৃঃ) মহিষাদল রাজাসনে উপবেশন করিয়া দেখিলেন সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। পুনঃ পুনঃ রাজ পরিবর্ত্তন নিবন্ধন অরাজকতা ও অশান্তির সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য রাজকর্ম্মচারীগণ ক্ষণজীবী রাজা মনে করিয়া উচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেছে না। যেন সকলেই উন্মার্গাবলম্বী হইয়া স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছে। জমিদারীতে নামজারি না করায় জেলার কালেক্টর মহোদয় জমিদারী খাস করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নব বিষয় প্রবিষ্ট রাজা আপনাকে এইরূপ বিষম বিপদাপন্ন দেখিয়া চল চিত্ত হইলেন না। স্থির ভাবে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে জমিদারী

পরিমুক্ত করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তদুদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দুঃসময়ে বাল গোবিন্দ মিশ্র নামক জনৈক কুটুম্ব অযাচিত হইয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার সাহায্যে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইলেন। কালেক্টর মহোদয়ের নিকট আপনাকে শ্রীমতী রাণী মন্থরা দেবীর ক্রমিক উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া নামজারি ক্রমে ১২১৬ সালে (১৮০৯ খৃঃ) জমিদারী উদ্ধার করতঃ বিপদ বন্ধু বালগোবিন্দকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজার কার্য্যতৎপরতা দর্শনে রাজ কর্ম্মচারীগণ ধৃষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হইল। সর্ব্বত্র শান্তির বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সকলের মুখে সুখের হাসি দেখা দিল। রাজপ্রাপ্য অংশ এক কালীন সংগ্রহ হইতে থাকায় রাজ কোষ অর্থ পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ কুটুম্ব দয়ারাম মিশ্রের পুত্র বালগোবিন্দ মিশ্র ও কন্যা শ্রীমতী ইন্দ্রানী দেবী। রাজা ঐ কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন। এবং আপনাদিগের অবস্থানের জন্য কমলপুর নামক স্থানে সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া উভয় দুর্গের পরিখা একত্র যোগ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে মহিষাদলের বিখ্যাত রথ অগ্নি দগ্ধ হয়। মহারাজ জগন্নাথ উহা রাজ্যের অমঙ্গল জনক ভাবিয়া পুনঃ সংস্কৃত করাইলেন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় বহু জন পূর্ণ গ্রাম স্থাপন ও বৃহৎপয়ঃ প্রণালী খনন করাইলেন। প্রজামণ্ডলী নির্ম্মাতার নামানুসারে উহার নাম নির্দ্দেশ করিতে থাকায় ঐ সকলের নাম জগন্নাথপুর ও জগন্নাথ খালি হয়।

১২২৪ সালে (১৮১৭ খৃঃ) কমলপুর দুর্গে ভাবিরাজ

রাম নাথ গর্গ জন্ম গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে রাজ কোষ হইতে বহু অর্থ বিতরিত হয়। এই সুখের সময় ভূত পূর্ব্ব মন্ত্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাসের উত্তরাধিকারীর অভাব হওয়ায় তৎপ্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতী পুর গ্রামস্থ ৺শ্যাম সুন্দর জিউর ঠাকুরবাড়ী মহারাজের অধিকারে আনীত হয়। এবং পাট্টাবিলি দ্বারা অনেকগুলি পতিত জমি উত্থিত করাইয়া রাজস্বের পরিমাণ বর্দ্ধিত করেন।(১) ইনি এইরূপে সুখ স্বচ্ছন্দতায় অন্যূন দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২২৯ সালের ২৬শে পৌষ (১৮২২ খৃঃ) প্রাণ ত্যাগ করেন। ইনি রাজনীতি বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাবান ছিলেন। উচ্ছৃঙ্খল কর্ম্মচারীগণের আচরণে অসন্তুষ্ট না হইয়া যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহা অল্প ক্ষমা গুণের ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় নহে।

---

(১) উৎকলাক্ষরে লিখিত তাল পত্রের পাট্টা।

১২১৮ সাল ৯ চৈত্র দুর্গাচরণ বকসী।

১২১৯ ঐ

১২২২ ঐ

১২২৩ ঐ দুর্গাচরণ মণ্ডল

১২২৩ ঐ দুর্গাচরণ বক্সী

১২২৫ ঐ

১২২৫ ঐ

১২২৬ ঐ জগন্নাথ দাস

১২২৮ ঐ দুর্গাচরণ মণ্ডল

১২২৮ ঐ রাম মণ্ডল

১২২৯

শ্রীমতী রাণী ইন্দ্রানী দেবী।

১২২৯ সালে (১৮২২ খৃঃ) অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্র রাজা রমানাথ গর্গের রক্ষিকা হইয়া শ্রীমতী রাণী ইন্দ্রানী দেবী মহিষাদল রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বালগোবিন্দ মিশ্র রাজত্বের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। রাজ্ঞী কেবলমাত্র কাগজাদিতে নামাঙ্কিত করিয়া অনুক্ষণ ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন (১)। বালগোবিন্দ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। সহকারী মন্ত্রী রামদুলাল ঘোষ তাঁহার ব্যবস্থানুসারে রাজস্ব সংগ্রহ আদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাণী অনন্যমনা হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ বলবতী

---

(১)

সহায় সিংহবাহিনী
রাণী শ্রীইন্দ্রানী

মহিষাদল পরগণার শুকলালপুর গ্রামের
ইজারদার ও মোহরির প্রতি মালুম আগে।

কলিকাতা মোতালকের পাথুরিয়াঘাটা সাকিনের ৺ নিত্যানন্দ গোস্বামীর ব্রঃ জমি ১।৫। এক বাটী পাঁচ মান গ্রাম মজকুরে আছে ঐ জমি……ধোশা সাকিনের শ্রীজগৎচন্দ্র রায় মজকুর তাহার মধ্যে ১।০ এক বিঘা দখল পায় নাই। এমতে তোমাদের নামে ঐ জমি তদারকের হুকুম দেওয়া গিয়াছিল। তোমরা গ্রাম মজকুরে তদারক করিতে শ্রীসুন্দর সিংহ দাড়ির মাহিনা জোতের মধ্যে এক বিঘা জমী সাব্যস্তী হইয়াছে অতএব লেখা যাইতেছে ঐ সাব্যস্তী জমি রায় মজকুরের দখল দেওয়াইয়া তাহাকে কেহ মানে মজাহেম হয় বারণ করিয়া দিবা ইতি সন ১২২৯ সাল ২ আষাঢ়।

হইয়া উঠিল যে তিনি ১২৩৪ সালে একটী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই উপলক্ষে অনেক স্থানের পণ্ডিত বর্গ নিমন্ত্রিত হন (২)। রাজ্ঞী এই সময়ে রাজপ্রাসাদে ৺দধিবামন ও সিংহবাহিনী মুর্ত্তি স্থাপন করেন।

হিন্দুললনাগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া মৃত স্বামীর প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। ১২৩৬ সালে (১৮২৯ খৃঃ) ভারত গবর্ণরজেনেরল লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঐ নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দেন। ১২৩৮ সালে (১৮৩১

---

(২) রাসমণ্ডপস্থ খোদিত লিপি।

শাকেনাগ সুধাস্তচন্দ্রা বা মতে বারে কবেঃ
সুরকস্য কোকের গ্রহপ্রবেশ দিবসে দেবায়
রাসার্থক শ্রীইন্দ্রানী বিধিবদ্দদৌ নৃপ
জগন্নাথস্যরাজ্ঞী মঠং গোপালায়নীলরুচয়ে
গোপাঙ্গনাভিঃ সমং। সন ১২৩৪ সাল তাং ১ মাঘ (১৭৪৮ শক)

নিমন্ত্রণ পত্র।

ঝিকিরা নিবাসী রামনারায়ণ ন্যায়ভূষণ।
মাঘেংশে ভুমিসংখ্যে ভৃগুসুতদিবসে
দেব গোপালায় দেয় প্রাসাদস্য প্রতিষ্ঠা
সুরগুরু সদৃশৈরেত্য সম্পাদনীয়া।
রাষ্ট্রেমেণাদলাখ্যেকমলপুরবরশ্যামকে
ব্যক্তিচৈতন্দ্রীন্দ্রানীনাম রাজ্ঞী নৃপতি
জগন্নাথ গর্গস্য পত্নী।

সহায় সিংহবাহিনী
রাণী শ্রীইন্দ্রানী

খৃঃ) বারাশত জেলায় তিতুমির বিদ্রোহী হয়, গবর্ণমেণ্ট কৌশলে তাহার শাস্তিবিধান করেন। ঠগ নামক ভদ্র-বেশী ডাকাইতগণকে দমন করিয়া ভারতবাসীকে নিরুপদ্রব করেন। ১২৪০ সালের (১৮৩৪ খৃঃ) লবণ বন্যায় দোর মহিষাদল প্রভৃতি পরগণার বিস্তর ক্ষতি করে। এই উপদ্রবে বহু সংখ্যক লোক অন্ন ও জলাভাবে প্রাণত্যাগ করে। এই দুর্বৎসরে বালগোবিন্দ মিশ্র অন্যূন বিংশতি বৎসর রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজ্ঞী ভ্রাতার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া ভ্রাতৃ-তনয় শিবচরণ মিশ্রকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং রামমাথকে উপযুক্ত দেখিয়া রাজসিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্ঞী, রাজত্ব সময়ে স্বাক্ষরিত তালপত্র লিখিত পাট্টা দ্বারা কতক জমি উত্থিত করান (১)। ক্রমে ক্রমে জমির উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস হইতে থাকায় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা

---

(১) ১২৩১ সাল যুধিষ্ঠির মণ্ডল।
১২৩৩ ঐ প্রহ্লাদ মণ্ডল।
১২৩৩ ঐ ... ...
১২৩৩ ঐ ... ...
১২৩৩ ঐ ... ...
১২৩৫ ঐ মুচিরাম সাত।
১২৩৭ ঐ গোলোকি মণ্ডল।
১২৩৮ ঐ ধনু জানা।
১২৪০ ঐ যুধিষ্ঠির মণ্ডল।
১২৪০ ঐ ২৬ চৈত্র ... ...
১২৪১ ঐ যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

অনেক অল্প হইয়াছিল। কৃষকমণ্ডলী ভাবিত মনুষ্যের দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বসুন্ধরা শস্য হরণ করিয়াছেন। সেজন্য বৎসর বৎসর শস্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহারা ভাবে না যে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে প্রাণিগণ যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের পুত্র কন্যাগণ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে সেইরূপ ক্ষেত্রমধ্যে সার না থাকায় শস্যবৃক্ষগুলি উপযুক্ত ভোজন করিতে না পাইয়া নিস্তেজ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবঞ্চ অপূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট শস্য উৎপাদন করে। সুতরাং শস্যের পরিমাণ অল্প হইতে থাকে। কৃষকমণ্ডলী এই সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের প্রতি-বিধান না করিয়া ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়া দুঃখ কষ্ট-ভোগ করিতে থাকে। অধিকাংশ লোক সংসারের দারুণ দুর্গতির প্রতিবিধান মানসে নেমক পোক্তানের মলঙ্গী হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। ফলতঃ এসময়ে দেশের লোকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। লোকে বাঙ্গলা ভাষায় কথা-বার্ত্তা বলিত। ও ঐ ভাষায় উৎকল অক্ষরে তালপত্রে পুস্তক, দাখিলা, হিসাব পত্র, জমিদারী সেহা আদি লৌহ লেখনী দ্বারা খোদিত করিত। রাজ্ঞী ১২২৯ সাল হইতে ১২৪৩ সাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। গর্গবংশের রাজ্যারম্ভের মধ্যে যে কয়েকজন রাজা ও রাজ্ঞী রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ইহার মত কেহই এত দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করেন নাই।

রাজা রামনাথ গর্গ।

১২৪৩ সালে (১৮৩৬) নাম জারি ক্রমে রামনাথ গর্গ পৈত্রিক রাজাসনে আরোহণ করিলেন। রাজকর্ম্মচারীগণ যথানিয়মে পূর্ব্বানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। রাজ্যের প্রধান অধিবাসী হিন্দু, মুসলমান ও ফিরাঙ্গী। রাজা অপক্ষপাত বিচার দ্বারা ঐ তিন শ্রেণীর লোকের প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজা মাতা ও মাতুলের যত্নে হিন্দী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পার্সি ও ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সে জন্য সর্ব্বদা বিদ্বান জনগণের সহবাসে অবস্থান করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সভাগৃহ-গুণজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অনুক্ষণ পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। পণ্ডিত ঠাকুরদাস চুড়ামণি হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ও সম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রালাপে মহারাজকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। সম্ভুচন্দ্র, গুরুচরণ, রামলোচন কবিরাজ পারিবারিক চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইলেন। বনমালীচরণ ও কালীচরণ আচার্য্য শুভাশুভ গণনার্থ জ্যোতির্ব্বিদ পদে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর সভাগৃহ যেমন গুণজ্ঞ লোকে পূর্ণ, বিচারালয়ও সেইরূপ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণে শোভমান হইল। প্রধান মন্ত্রী শিবচরণ মিশ্র সহকারী মন্ত্রী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ কোষাধ্যক্ষ রামনারায়ণ গিরি, শিকদার কামদেব সামন্ত জমাদবীশ রামপদ বসু, জুমুলনবিশ কৃষ্ণমোহন ঘোষ মুন্সী জগৎচন্দ্র ঘোষ তেজচন্দ্র ঘোষ ব্রজমোহন মাইতি, মাণিকচন্দ্র বসু প্রাণকৃষ্ণ মাইতি প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রত্যহ সকল কার্য্যের তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া সরকারী কাগজা-

দিতে স্বাক্ষর করিতেন না। সভাগৃহে উপবেশন করিয়া প্রজা-বর্গের অভিযোগ শ্রবণ ও মীমাংসা করিতেন। (১)

রাজা মাতার প্রযত্নে তাঁহার রাজত্বকালে মণ্ডলঘাট পরগণার কোটরা গ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ তেওয়ারীর ভগিনী শ্রীমতী বিমলা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অদ্যাপি পুত্র মুখ দর্শন করিতে না পারিয়া মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সুত সুখ আশা পূর্ণ করিতে পোষ্য গ্রহণ স্থির করিয়া ঘুরন সিংহ কাশিনাথ সিংহ ও জয়রাম তেওয়ারীকে প্রেরণ করিয়া চিত্রকুট সন্নিহিত বান্দা জেলার অন্তঃপাতী তরহঁা পরগণার অধীন ঘুর্য্যাটা গ্রাম নিবাসী জ্ঞাতি রট্টুপ্রসাদ গর্গের শিশু পুত্রকে আনয়ন করেন। কিন্তু শিশু মাতৃ দর্শন না করিয়া থাকিতে অসম্মত হইলে রাজা বালককে প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে বালক লছমন জ্ঞানাপন্ন হইয়া স্বয়ং প্রবৃত্ত হওত ঘমলটনপুর নিবাসী শুকনন্দন পাঁড়ের সহিত নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে মহিষাদল রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া ৺ গোপালের বাটীতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু শুকনন্দন বালককে রাজসাক্ষাতে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি রাজার বহির্গমন সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বালক একবার সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে সেই সুখের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া দেবালয়ে কষ্টে বাস করাকে বিষম যন্ত্রণাদায়ক মনে করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজদূত-গণের নিকট আত্ম প্রকাশ করিয়া আপন আগমন সংবাদ

(১) কবিবর জয়নারায়ণ দাসের হস্তলিখিত চমৎকার চন্দ্রিকা নামক মহিষাদলের ইতিবৃত্ত মূলক কাব্য।

রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন। রাজা এই অসম্ভাবিত বালক সমাগম শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। এবং বালক প্রমুখাৎ আগমনের আদ্যন্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। বালক পুত্ররূপে রাজপত্নীর যত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত এবঞ্চ সুশিক্ষকগণের নিকট নবোৎসাহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে বালকের পিতার অভিমতি আনয়ন করিয়া ১২৪৬ সালে (১৭৬০ শকাব্দে ১৮৩৯ খৃঃ) বিধিপূর্ব্বক বালক লছমনপ্রসাদ গর্গকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাপিত ও উৎকণ্ঠিত চিত্তকে দম্পতিযুগল সুশীতল করিলেন।

১৭৬২ শকে (বাং ১২৪৮ সাল ১২ই আশ্বিন ইং ১৮৪১ খৃঃ) রাজা সংক্রামক জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া জীবনাশায় নিরাশ হওত সপরিবারে কলিকাতা গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া রুগ্নশয্যায় বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের সমক্ষে পৌষ্যপুত্র লছমনপ্রসাদ গর্গকে উইলক্রমে উত্তরাধিকারী ও রাজ্যাধিকারী করিয়া ঐ উইলে তাহাদিগের স্বাক্ষর করাইলেন। এবং কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে গঙ্গাতীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাজ্ঞী শ্রীমতী বিমলা দেবী মাহেশের ঘাটে স্বইচ্ছায় স্বামীর জ্বলচ্চিতায় দগ্ধীভূত হইলেন। সহমরণ প্রথা নিবারিত হইলেও আনন্দচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার সহমরণ সম্পাদিত হইল।

রাজা রামনাথ গর্গ ১২২৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যূন ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দার পরিগ্রহ করেন এবং ঊনবিংশ বৎসর বয়সে রাজত্ব প্রাপ্ত হন। পরিশেষে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে পঞ্চম বর্ষ মাত্র রাজত্ব করিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ

করেন। ইনি একজন ন্যায়পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় গুণজ্ঞ রাজা। সর্ব্বদা সাধু সমাগমে পরিতুষ্ট হইতেন। ফলতঃ তৎকালে ইঁহার তুল্য সর্ব্বগুণাকর রাজা অতি বিরল ছিল।

রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ।

১২৪৮ সালে (১৮৩৮ খৃঃ) লছমন প্রসাদ গর্গ রাজোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক মহিষাদল রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে কিন্তু অপ্রাপ্ত ব্যবহার প্রযুক্ত উইলের বিধান ক্রমে কিছুদিন রাজশক্তি বৃদ্ধা পিতামহী রাজ্ঞী ও মাতুল নীলকণ্ঠ তেওয়ারীর অধিনায়কতায় পরিচালিত হইতে লাগিল। অনন্তর পিতামহীর প্রযত্নাতিশয়ে মহারাজের সাধুচরণ তেওয়ারীর কন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবীর সহিত শুভ পরিণয় সমাহিত হয়। এই উপলক্ষে যে রমণীয় নাট্যশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা আলোকদাতার অসতর্কতায় তন্মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রীবর আনন্দচন্দ্র সেই রাত্রির মধ্যে অবিকল নাট্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া বৃদ্ধা রাজ্ঞীর সন্তোষ সাধন করিতে সমর্থ হন।

গর্গবংশের রাজ্যারম্ভের গোলযোগের সময় মন্ত্রী রামকুমার বর্ম্ম কৌশলক্রমে মহিষাদল জমিদারীর যে ৵০ আনা অধিকার করিয়া স্বতন্ত্ররূপে দখল করিয়া আসিতেছিলেন। অধুনা মন্ত্রীবর আনন্দ চন্দ্র ঘোষ ঐ অংশ ও তাহার মফস্বল বাকী তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট হইতে এক লক্ষ মুদ্রায় ক্রয় করিয়া মহিষাদল ষ্টেটের পূর্ণতা বিধান করিলেন। এই সময়ে বৃদ্ধা রাজ্ঞী পৌত্রকে রাজকার্য্যে উপযুক্ত দেখিয়া

রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে দেবারাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।

কয়েক বৎসর পরে মন্ত্রীবর আনন্দ চন্দ্র ঘোষ মহারাজের অভিমতানুসারে শিমুরের জমিদারগণের নিকট মণ্ডলঘাট পরগণার ৮১৬ গণ্ডা জমিদারী ক্রয় করিলেন। তৎকালে মূল্যের সমস্ত টাকা সংগৃহীত না হওয়ায় কতকাংশ টাকা ঋষিবর সাহের নিকট ঋণ গ্রহণ করেন। এবং ঐ জমিদারীর উৎপন্ন লভ্যাংশ হইতে কোন নির্দ্ধারিত কাল মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ লইয়া জমিদারী পরিত্যাগ করিবেন এইরূপ নিয়মে জমিদারী ঋষিবর সাহের জিম্মায় দিলেন।

প্রবাদ আছে এই জমিদারী মুসলমান রাজত্ব সময়ে মেল্লক নিবাসী মুকুন্দ প্রসাদ রায়ের অধিকারে ছিল। তিনি তদানীন্তন নবাব সাহেবের নিকট 'খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ও স্বরাজ্যে অনেকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করান। তিনি নিজে অকুলীন ছিলেন। কুলীনগণের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া আপনাকে ভাল করিয়া তুলেন। ইনি ৯৪৩ সালে (১৫৬৩ খৃঃ) ৺মদনমোহন দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেবার জন্য প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইলে ঐ দেবসেবা তাঁহার দৌহিত্র বংশগত হয়। কিন্তু জমিদারী তাহাদের অধিকারভুক্ত না হইয়া বর্দ্ধমান রাজের হস্তগত হয়।

বর্দ্ধমান রাজ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরবন্দোবস্ত হওন সময়ে মণ্ডলঘাটের কিয়দংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করিলেন। সাধারণতঃ উহার নাম খাজিজি মণ্ডলঘাট। অবশিষ্টাংশের

বন্দোবস্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর গ্রহণ করেন। কালক্রমে উহা শিমুরের জমিদারের হস্তগত হয়। এক্ষণে ক্রয়সূত্রে প্রাণনাথ চৌধুরী ও মহিষাদলের রাজা ঐ জমিদারীর অধিকারী হন।

১২৪৯ সালে (১৮৪২ খৃঃ) মহারাজের ইচ্ছানুসারে মন্ত্রী আনন্দ চন্দ্র ঘোষ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৫ বৎসরের জন্য দোর পরগণার খাস তহশীলদারী গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহার লভ্যাংশ লইয়া মন্ত্রীর সহিত রাজার মনান্তরের সূত্রপাত হয়। ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া রাজাকে করায়ত্ব করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়। বৃদ্ধা রাজ্ঞী ও শিবচরণ মিশ্র ঐ ষড়যন্ত্রে প্রধানতঃ সংলিপ্ত হন। এবং চক্রান্তবলে শিবচরণ মিশ্র রাজপদ লাভ করিবেন এরূপ অবধারিত হয়। বৃদ্ধা রাজ্ঞী চক্রান্তে সংলিপ্ত থাকিলেও এতাদৃশ দুরভিসন্ধির বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি জানিতেন পৌত্রের ধৃষ্টতা নিবারণ করিবার জন্য হিতৈষী মন্ত্রী সচেষ্ট হইয়াছে। ইহাই জানিয়া পৌত্রের রাজশক্তি হরণ করিলেন। রাজা একরূপ বন্দীস্বরূপ আপন প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং আত্মরক্ষার্থ জেলার কালেক্টর মহোদয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে সপুলিস জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজাকে মেদিনীপুর লইয়া গেলেন। সুযোগমতে দলিলাদি সহ কোষাধ্যক্ষ রাম নারায়ণ গিরি রাঘব চন্দ্র রায় ও খানেজাত গুরুপ্রসাদ দাস জমাদার রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আনন্দ চন্দ্র ঘোষের নামে মানহানির অভিযোগ আনয়ন করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া বৃদ্ধা রাজ্ঞী মন্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। মন্ত্রীবর রাজ্ঞীর অসন্তুষ্টিতে উদ্যম ভঙ্গ হইয়া সত্বর রাজসমীপে উপস্থিত

হওত রাজার সহিত সখ্যতা বিধান করিয়া উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা করিলেন। অতঃপর তিনি রাজার সহিত কোন প্রকার মনোবাদের কার্য্য করেন নাই। পরিশেষে ১২৫১ সালে প্রাণত্যাগ করিলে খাজাঞ্চি রাম নারায়ণ সহকারী মন্ত্রী-পদে উন্নীত হইলেন। এবং গোলক চন্দ্র মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ পদে ও ত্রৈলোক্য নাথ বসুকে মীর মুন্সী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই বৎসর মণ্ডলঘাট জমিদারী খাস দখলে প্রত্যানীত হইল। নব মন্ত্রী পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণকে স্ব স্ব পদে রাখিয়া তথাকার রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

ইনি রাজপদে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার ভগিনী ও ভগিনী-পতি দীন দয়াল মিশ্র এবং অন্যান্য কুটুম্ব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এখানে উপস্থিত হওয়ার পর মহারাজের ভাগিনেয় বাবু শিব প্রসাদ মিশ্র (গুড়ম বাবু) জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজের পুত্র কন্যা না থাকায় ভাগিনেয় অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র হইয়া রাজ পরিবারের মধ্যে যত্নে লালিত পালিত শিক্ষিত হন। মহারাজ তাঁহাকে পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া এতদঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার বীজ বপন করেন। এবং স্বয়ং পুত্র কামনায় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ইহাঁর নাম শ্রীমতী রাণী মাতঙ্গিনী দেবী।

রাজা স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি, বিনয়ী ক্ষমবান মিষ্টভাষী চক্ষু-শীল। চক্ষুশীলতার অনুরোধে কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিতেন না। সেই জন্য রামনারায়ণ মন্ত্রীত্ব পদ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। বিষয় বিশেষে

রাজাকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাতে রাজপারিষদ ও কর্ম্মচারীগণ মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও রাজাকে তদ্বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিতে পারে নাই। সহসা রাজা ১২৫৫ সালে মীর মুন্সী ও পার্শ্বচর ত্রৈলোক্যনাথ বসুর পদচ্যুতিতে অত্যন্ত পরিতাপিত হইলেন। পার্শ্বচরগণ গোপনে ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান করিল। এবং ত্রৈলোক্যনাথ বসুকে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামনারায়ণের উচ্চমানের খর্ব্ব করিতে রাজাকে অনুরোধ করিল। অনুরোধের বলে ত্রৈলোক্য শীঘ্র মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়া রামনারায়ণ ও তৎপিতা নন্দকিশোর গিরিকে অবিলম্বে ধৃত ও বন্দী করিয়া অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। অপরিমিত ক্ষমতাশালী রামনারায়ণ গিরি আনায়বদ্ধ কেশরীর ন্যায় নীরবে উষ্ণ নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

নন্দকিশোর গিরির জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরাম গিরি অকস্মাৎ পিতা ও ভ্রাতা বিপদাপন্ন হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে মহিষাদল রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজ সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন। নিধিরাম পরোপকারী ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার খাতির সম্মান ছিল। মহারাজ এরূপ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া বিনীতভাবে পিতা ও ভ্রাতার মুক্তি কামনা করিলেন। রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

মর্ম্মাহত রামনারায়ণ অবিলম্বে মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়া রাজ বিরুদ্ধে অভিযুক্ত হইতে উদ্যত হইলে তত্রত্য ব্যবহারাজীবগণ ও বিচারপতির মধ্যবর্ত্তীতায় পরস্পরের মধ্যে শান্তি

স্থাপিত হইল। রামনারায়ণ পূর্ব্বের ন্যায় পদস্থ হইয়া ষড়যন্ত্র সংলিপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ত্রৈলোক্য নাথকে বিশেষ শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ত্রৈলোক্য ফৌজদারীর ভীষণ চক্রে নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। জমাদার গুরুপ্রসাদ দাস ও সভাসদ হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অতর্কিতভাবে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কোপানল হইতে অব্যাহতি পাইলেন। এই সময়ে সাধারণ মুন্সীপদ হইতে উন্নীত হইয়া ব্রজমোহন মাইতি খাষ মুন্সীর পদে ও রাধাগোবিন্দ সিংহ মীর মুন্সীপদে নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসর অর্থাৎ ১২৫৫ সালে (১৮৪৮ খৃঃ) সর্ব্ব প্রথম তমোলুক মহকুমায় ফৌজদারী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় উহার সর্ব্ব প্রথম বিচারপতি ডিপুটি মাজিষ্টর মিঃ এলন সাহেব।

এই বিবাদের শান্তির পর মন্ত্রী রামনারায়ণ কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহার তীব্র শাসন প্রভাবে চৌর্য্যাদি অপকর্ম্ম দেশ হইতে পলায়ন করে। তাঁহার শাসনভয়ে লোকের স্বভাব সৎবিষয়ে আকৃষ্ট হইতে থাকে। মিথ্যা, শঠতা ও চরিত্র হীনতা প্রভৃতি অপৌরষের কার্য্যগুলি একবারে অন্তর্হিত হইয়া যেন মহিষাদল রাজত্ব স্বর্গীয় বিমলভাবে পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠে।

এই শান্তিকালের মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালীর উপরিভাগে বহুসংখ্যক আলোকাধার সমন্বিত উন্নত স্তম্ভমালা পরিশোভিত প্রশস্ত সেতু নির্ম্মিত হইল। দৈববশাৎ সেই সময়ে মহিষাদলের বিখ্যাত রথ দগ্ধ হওয়ায় উহা ত্রয়োদশ চূড়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ১২৫৮ সালে (১৮৫১ খৃঃ) সেতু ও রথ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ স্বয়ং প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

এই উপলক্ষে নানা স্থানের অধ্যাপক আহুত হন। প্রায় লক্ষাধিক লোক আশানুরূপ পান ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

১২৫৯ সালে (১৮৫২ খৃঃ) ভারত গবর্ণর জেনেরল লর্ড ড্যালহাউসীর যত্নে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে বাষ্পীয় শকট পরিচালন করিয়া ও তাড়িত বার্ত্তাবহ যন্ত্রে (লৌহ তারে) সংবাদ প্রেরণ করতঃ ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিলেন। এই বৎসর গবর্ণমেণ্ট মাজনা ও জলামুঠা ষ্টেট খাস করিয়া ইজারা বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলে মহারাজার আদেশ ক্রমে রাজকোষ হইতে ছত্রিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করতঃ কালেক্টর মহোদয়ের নিকট প্রতিভূ রাখিয়া আপন নামে দোর, নেড়ুয়া মুঠা, বায়েন্দাবাজার, জলামুঠা, কিশমৎ দণ্ট খড়ই, পটাশপুর, সিপুর, কেওড়া মাল তরফ বিষুয়ান, এড়ঙ্গ ও নয়াদাদ প্রভৃতি পরগণা পঞ্চদশ বৎসরের নিমিত্ত খাস ইজারা লইলেন। পরে উহার লভ্যাংশ রাজকোষ-সাৎ না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ত্রৈলোক্য পক্ষীয়গণ ঐ অনলে বাতাস দিতে লাগিল ও শঠতার উচিৎ শিক্ষা দানার্থ ত্রৈলোক্য নাথ বসুকে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করিতে সচেষ্ট হইল।

রথ ও সেতু নির্ম্মাণ সময়ে (১) লালবাগ নামক রাজো-

---

(১) সেতুস্থ খোদিত লিপি।

মহিষাদলাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গের স্বীয় ব্যয় দ্বারা শ্রীযুক্ত দেওয়ান রাম নারায়ণ গিরির উদ্যোগে অত্র সেতু নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। ১২৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠস্য একত্রিংশদ্দিবসে। ইংরাজিতে লিখিত।

১৮৫১। ১৩ই জুন শকাব্দা ১৭৭৩।

স্থানে একটী দ্বিতল সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে রাম নারায়ণ সস্ত্রীক অবস্থান করিতেন। সহসা একদিন রাত্রে বাবু ত্রৈলোক্য নাথ বসুর মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্ত হইবার সংবাদ পাইয়া সেই রাত্রেই মছলন্দপুর গমন পূর্ব্বক পুলিসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং মহিষাদল, মণ্ডলঘাট, গোমাই তেরপাড়া, অরঙ্গানগর ও গুমগড় পরগণার অধিকাংশ প্রজাকে আপন পক্ষে আনয়ন করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করতঃ প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম নারায়ণ দোর দেভোগ কাছারী বাটী বিদ্রোহীগণের প্রধান আড্ডা হইবার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া সদল বলে তথায় অবস্থান পূর্ব্বক রাজপক্ষীয় প্রজাগণের গৃহদগ্ধ ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তৎপ্রতিবিধানার্থ প্রথমত রাম নারায়ণের নামে বিংশতি সহস্র মুদ্রার নালিস করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে ভীত ও অনিষ্ঠাচরণে বিরত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিক্রমের সহিত অনিষ্ঠাচরণ করিতে লাগিল। তখন মহারাজ কলিকাতা কলুটোলা নিবাসী বাবু মতিলাল শীলের নিকট জমিদারী প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া বাণ (১) পত্র দ্বারা ঋণগ্রহণ করেন। এবং রাজস্বের বিঘ্ন করায় অন্যূন অশীতি সহস্র মুদ্রা ক্ষতি পাইবার জন্য সদর দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এবং পূর্ব্বোক্ত বিংশতি সহস্র মুদ্রার ডিক্রীজারি করিয়া রামনারায়ণের অবরোধ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কৌশলী রামনারায়ণ, কৌন্সলী রিচি ও উকীল ওয়ান সাহেবের সহায়তায় আদালতে

(১) উইল পত্র।

জয়লাভ করিলেন। এবং পথে ধৃত হইবার আশঙ্কায় গোপন-ভাবে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ধৃষ্টবুদ্ধি রামনারায়ণের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য উক্ত মতীলাল শীলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই বিবাদ অবিলম্বে সদ্ভাবে পরিণত হইল। ক্ষতিপূরণের কতকাংশ রাজা প্রাপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট অর্থ সুরথরাম প্রধান দিতে স্বীকার করিলেন। পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা দোরদেভোগ নিবাসী ধর্ম্ম-পরায়ণ সুরথরাম প্রধান। এই মীমাংসার অব্যবহিত পরে ১২৬০ সালে রামনারায়ণ প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতা নন্দকিশোর গিরি অতি সম্ভ্রান্তশালী বড় লোক। রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিধিরাম গিরি ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইঁনি নানাস্থানে দেব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গের রাজত্বকালে আরও কতকগুলি প্রজা রাজ-সম্মান প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে রায়াপাড়া নিবাসী রাম-নারায়ণ ভারতী, ভেকুট্যাস্থ শিবনারায়ণ ভূঞ্যা, মনুচক গ্রাম নিবাসী সুন্দরনারায়ণ মাইতি, ভেটুয়াবাসী সম্ভূরাম রায়, আম-গেছ্যার লালমোহন গুড়্যা, কালিকাখালী নিবাসী কালীপ্রসাদ মাইতি, পাটনা নিবাসী গোলোক চন্দ্র মাইতি, মোহন চন্দ্র বাড় নিবাসী পণ্ডিত দীনবন্ধু ত্রিপাঠী, দারিবেড়্যা গ্রাম নিবাসী ভঞ্জ-হরি সাময়ী ও সনাতন ঝুল্কী, বাড়উত্তর হিঙ্গুলী নিবাসী শিবচরণ মিশ্র(১) কালিকা কুণ্ড নিবাসী কামদেব সামন্ত, লক্ষ্যা নিবাসী

(১) শিবচরণ মিশ্র রাজকুটুম্ব বাবু বলিয়া চিরআখ্যাত ও মহা সম্মানিত।

বেচারাম মাইতি, দেউলপোতা নিবাসী যুধিষ্ঠির মণ্ডল, গোবিন্দপুর গ্রামস্থ নিমাইচরণ দাস, কাকুড়দাবাসী বেচারাম মাইতি, মধ্য হিঙ্গুলীবাসী গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ডালিম্ব চক নিবাসী বংশীধর মিদ্দা, পানিসিথি নিবাসী নবীনচন্দ্র সাহু, মহাম্মদপুর নিবাসী দাশরথী রায়, কুমর আড়া নিবাসী রাধাগোবিন্দ সিংহ, বাসুদেবপুর নিবাসী স্বরূপচন্দ্র ঘোষ, গুমাই নিবাসী গৌরমোহন পাহাড়ী ও অরঙ্গানগর নিবাসী লক্ষ্মণচন্দ্র কর প্রভৃতি বিশেষ মর্য্যাদাবান।

রামনারায়ণের সহিত সন্ধি বন্ধন হইলে পর রাজা, বাবু ত্রৈলোক্যনাথকে বিপৎপাতের মূলীভূত মনে করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করতঃ শ্রীনাথচন্দ্র ঘোষকে তৎপদ প্রদান করিলেন।

১২৯১ সালে মৃত ধনীশ্রেষ্ঠ মতিলাল শীলের পুত্র বাবু হীরালাল শীল, পিতার নিকট লিখিয়া দেওয়া রাজার ঋণপত্রের বলে আদালত হইতে রাজবাটী ক্রোক করাইতে সমর্থ হন। কিন্তু রাজকর্ম্মচারীগণের অভদ্র ব্যবহারে কয়েকবার আদালতের পদাতিককে ব্যর্থকাম হইতে হয় সে জন্য কলেক্টর মহোদয় পুলিস সহ উপস্থিত হইয়া রাজবাটীর ক্রোক কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। কিন্তু তৎসঙ্গে শীল পক্ষীয় ব্যক্তি (হাপ্‌সী) গণ কর্ত্তৃক রাজপুরী লুণ্ঠিত ও বহু পুরুষার্জ্জিত রত্নরাজি ও পুরাতন সনন্দাদি উহাদিগের হস্তগত হয় এবং রাজপুরী অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। রাজাঙ্গনাগণ বাবু নীলমণি মণ্ডলের তৎকালোচিত অসমসাহসিকতায় শত্রুবেষ্টিত রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাড় উত্তরহিঙ্গুলী নিবাসী শিব নারায়ণ মিশ্রের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তৎকালে

রাজা পীড়িত হইয়া কালুয়া মাল নামক স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন। সহসা এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল।

রাজা এই বিপদে অধীর না হইয়া প্রতিবিধান কামনায় কলিকাতা গমন করিলেন এবং রাজবাটী লুণ্ঠন করায় হিরালালের নিকট অষ্টাদশ লক্ষ মুদ্রা ক্ষতি পাইবার প্রার্থনায় অভিযোগ করিলেন। সুযোগান্বেষী ত্রৈলোক্য রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করতঃ মন্ত্রীপদে আরূঢ় হইলেন। হিরালাল মোকর্দ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপক্ষীয় উকীল মিঃ ডেগুন সাহেব রাজাকে নিবারণ করিলেও তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বঋণের পরিশোধের জন্য মণ্ডলঘাট জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া অষ্টাদশ লক্ষ মুদ্রার মোকর্দ্দমা অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করণার্থ শোলেনামা (নিষ্পত্তি সূচক পত্র) লিখিয়া দিলেন। যাহাহউক রাজার এরূপ উদারতা তাঁহার গুণের পরিচায়ক না হইয়া ভীরুতারই পোষক হইল।

১৮৬২ সালে গুমগড়ে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সুচারুরূপে শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় প্রজাগণ এককালে রাজস্ব প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রাহক নায়েব শম্ভু চন্দ্র অধিকারীর হিন্দু মুসলমান বিরোধী শান্তিতে ঐ বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। হরিপুর নিবাসী ভবানী চরণ মাইতির বাটীতে বিদ্রোহী হিন্দু মুসলমানগণ মীর মনসর আলীর অধ্যক্ষতায় মহরম পর্ব্বের দিবস নন্দিগ্রাম কাছারী লুণ্ঠন করে। এতদুপলক্ষে রাজার পক্ষে বিস্তর ক্ষতি ও কয়েকজন কারাগৃহে

প্রেরিত হয় কিন্তু উচ্চ বিচারালয়ের মীমাংসায় মুক্তিলাভ করে। প্রধানতম রাজকর্ম্মচারীর ইচ্ছা বিদ্রোহীগণকে উচিত শিক্ষা প্রদান করা হয়। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু নীলমণি মণ্ডলের শিষ্ট ব্যবহারে শীঘ্রই বিদ্রোহভাব দুরীভূত হইল। এই সময় রাজবাটী মধ্যে পানাসক্ততার অভিনয় আরম্ভ হয়। এবং মন্ত্রীর প্ররোচনায় দিন দিন উহার আধিক্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে। রাজা উহার উন্মূলন কামনায় ত্রৈলোক্য নাথকে বিদায় দিয়া তৎপদে ভূতপূর্ব্ব অপেরা মাষ্টার যদুনাথ দাসকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি অযোগ্যতা বশতঃ শীঘ্রই পদভ্রষ্ট হন। অনন্তর মোক্তার ব্রজমোহন মিশ্রি কয়েক মাস ঐ পদের কার্য্য করিলে পর আমমোক্তার উমাচরণ সেন স্থায়ীরূপে ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি গ্রাম বা গ্রাম সমাহার (ইউনিয়ান) কণ্ট্রাক্ট বিলি করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা করেন। কিন্তু ইনিও অধিক দিন এই পদে থাকিতে পারেন নাই। তিনি পদ ত্যাগ করিলে ক্রমে বাবু জয়নারায়ণ গিরি ও বাবু কালীচরণ ঘোষ ঐ পদে আরূঢ় হইলেন বটে কিন্তু অযোগ্যতা নিবন্ধন আপনারাই পদ ত্যাগ করিলেন। এই সময় বাবু উমাচরণ সেন দ্বিতীয় বার পদস্থ হইলেন।

১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খৃঃ) টোটাকাটা (১) উপলক্ষে ইংরাজ বিরুদ্ধে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া অন্যায় রূপে ইংরাজ হত্যা করিতে থাকে। এই যুদ্ধে মহারাজার সর্ব্বোচ্চ হস্তী ইংরাজ সৈন্যের খাদ্য বহনার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। দিল্লীর মোগল রাজবংশীয় মহম্মদ খাঁ বাহাদুর, সেতারার নানাসাহেব, আজিম

(১) বারুদ গোলাগুলি সম্বলিত চর্ম্মথলি দন্তদ্বারা ছেদন।

উল্লা, অযোধ্যার বেগম, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মী বাই, সাহাবাদি জগদীশপুরের কুমার সিংহ, দাক্ষিণাত্যের দোকানদার তান্তিয়া-টোপী সিপাহী যুদ্ধের অধিনায়কতা করে। কিন্তু মহাবীর ইংরাজ সেনাপতি হাবলক উইলসন ও সরহিউরোজের রণ-নৈপুণ্যে ১২৬৫ সালে (১৮৫৮ খৃঃ ১লা নবেম্বর) সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত হয়। ১১ মাসে প্রায় ৩০০ শত বিদ্রোহী ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ভারতীয় প্রজার ধর্ম্মে ও সত্বে হস্তক্ষেপ করি-বেন না। এবং উপযুক্ত দেখিলে সকল রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে মহিষাদলেশ্বরী দ্বিতীয়া রাজ্ঞী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী প্রাণত্যাগ করিলে পুত্রার্থী মহারাজ ১২৬৩ সালে শ্রীযুক্ত লছমনপীড়ার কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

১২৬৮ সালে এদেশে লিবরপুল লবণ আমদানী হয়। গবর্ণ-মেণ্ট উহার উপর কর বসাইয়া দেশীয় লবণ প্রস্তুতের ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতে-ছিল। নবাবগণ জমিদারগণের ভূমিতে লবণ প্রস্তুত করাইয়া ভূমির করস্বরূপ নিমক মসহারা প্রদান করিতেন। উহা জমি-দারগণের দেয় রাজস্ব হইতে বাদ যাইত। এপর্য্যন্ত ইংরাজ-রাজ উহার পরিবর্ত্তন করেন নাই। লবণ পোক্তান এবালিশ করায় ঐ মসহরা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ঐ পরিত্যক্ত ভূমি, যে ভূম্যধিকারীগণের হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছে একথা সহজ বুদ্ধিতে

অনুভব করা যায়। বিশেষতঃ এই ষ্টেট দশসালা বন্দোবস্তের মহাল। ঐ বন্দোবস্ত কালে গবর্ণমেণ্ট পোক্তান ভূমি বাদ দিয়া বন্দোবস্ত করেন নাই। এমত স্থলে অতীত বিষয় চিন্তা না করিয়া ১২৬৯ সালে ঐ ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করা বিবেচনা সিদ্ধ কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। কেননা উহাতে ষ্টেটকে এক ভূমির জন্য দুইবার কর দিতে হইতেছে।

১২৭০ সালের ৮ই ফাল্গুন কমলপুর প্রাসাদে রাজকুমার ঈশ্বর প্রসাদ গর্গ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভূমিষ্ট হইলে রাজার চিরাভিলষিত বাসনা পূর্ণ হইল এবং রাজপুত্রের মঙ্গলার্থ দরিদ্র দিগকে বহু অর্থ প্রদত্ত হইল। এই সুখের সময় জালপাই ভূমি প্রজা বিলি দ্বারা ৫৬৫৮৮ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন।

১২৭১ সালের ৮ই ফাল্গুন (১৮৬৩ খৃঃ) দ্বিতীয় রাজকুমার জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা রাণীর সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেন। কামান সকল মুহুর্মুহুঃ ধূম উদ্গীরণ পূর্ব্বক বজ্রনির্ঘোষ তুল্য শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিল।

১২৭১-৭২ সালের ২০শা আশ্বিন বুধবার পঞ্চমী তিথিতে (১৮৬৪ খৃঃ) ভীষণ ঝটিকা উপস্থিত হইয়া সমুদ্র সলিলে তীরস্থ দেশ সমূহকে প্লাবিত করে। তাহাতে দেশের বিস্তর শস্য নাশ প্রাণী নাশ হয়। এই বৎসর কমিসন সাহেব রাজাকে রাজা উপাধি ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে রাজা এই উত্তর দেন যথা——

মহিষাদল রাজবংশ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর যাহা শ্রীযুক্ত রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ গবর্ণমেণ্টে প্রদান করিয়াছেন তাহার অনুলিপি প্রদত্ত হইল।

নাম	উপাধি	আদি উপাধিধারী।
শ্রী রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ	রাজা	জনার্দ্দন উপাধ্যায় তদপরে
	,,	দুর্য্যোধন উপাধ্যায় তদপরে
	,,	রাম শরণ উপাধ্যায় তদপরে
	,,	রাজা রাম উপাধ্যায় তদপরে
	,,	শুকলাল উপাধ্যায় তদপরে
	,,	আনন্দলাল উপাধ্যায় তদপরে
	,,	তস্য বনিতা
	রাণী	জানকী দেবী তস্য উত্তরাধিকারী
	রাজা	গুরু প্রসাদ গর্গ তাহার সহিত মতিলাল উপাধ্যায়ের আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয় ঐ মোকর্দ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্ট
	রাণী	মন্থরা দেবী ডিক্রি প্রাপ্ত হন তদপরে
	রাজা	রঘুমোহন গর্গ তদপরে
	,,	ভবানী প্রসাদ গর্গ তদপরে
	,,	কালী প্রসাদ গর্গ তদপরে
	,,	জগন্নাথ গর্গ তদপরে
	,,	রাম নাথ গর্গ অধুনা আমি
	,,	লছমন প্রসাদ গর্গ জাতীয়ে কনোজ ব্রাহ্মণ।

উপাধি প্রদাতার নাম ও কারণ ও তারিখ।

অতি পূর্ব্বকালে নবাবী আমলে প্রদত্ত অত্র রাজা উপাধি,

তাহার নিদর্শন খোয়া যায় এবং যৎকালের প্রদত্তার নাম ও কারণ ও তারিখ পাওয়া কঠিন।

গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি কি না।

মুসলমান নবাবী আমলে রাজা উপাধি প্রদত্ত হয়, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি কহিতে হইবেক। তদ্বিষয় কৈফিয়তে নিবেদিলাম।

বর্ত্তমান যে যে বিষয়ে অধিকারী আছি।

জমিদারী।—

পং মহিষাদল।

পং কাশিম নগর।

পং তের পাড়া।

পং গুমাই।

পং গুমগড়।

পং অরঙ্গানগর।

... নয়াবাদ নাটশাল।

তালুকাত।—

পং তমলুক।

তালুক বাসুদেব পুর।

পং ভূঞ্যামুঠা।

তালুক খাজুর আড়ি।

পং কাশি জোড়া।

তালুক বাহার পোতা।

পং সিপুর।

তালুক আমড়দা।

খাষ ইজারা।—

সাতগাঁ বাড়ী।

সোণাচূড়া।

অলি চক।

চক্ চিঙড়াখালী লছমন গর্গর চক।

ইহা সেওয়ায় লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর আদি ভূমি আছে।

কৈফিয়ত।—

আমার পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান নবাবী আমলে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। সেই উপাধির নির্দ্দেশ পত্রানুসারে পুরুষ পরম্পরা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন ও আসিতেছি। মধ্যে সন ১২৬১ সালে সহর কলিকাতার কলুটোলা নিবাসী হিরালাল শীল কর্ত্তৃক অস্মদের গড়বাড়ী লুট হওয়াতে অনেক দলিলাৎ ও কাগজাৎ খোয়া যাওয়ায় মূল দলিল দাখিল করিতে অপারগ হইয়া সেই মূল দলিল স্বরূপ বা মূল দলিল থাকার পূর্ণ প্রমাণ স্বরূপ সন ১৭৮৭ সালের মহামহিম গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের অনুমতি মতে তমলুক এজেণ্ট সাহেবের দেওয়া আমার তৎপূর্ব্ব বংশজাত পুরুষদিগের রাজা উপাধিসহ নামজারি ক্রমের কৈফিয়তের জাবেদা নকল দাখিল করিতেছি। অধিকন্তু পুরুষ পর পর নাম জারি ক্রমে রাজা উপাধি শ্রেস্তায় প্রকাশ আছে ও দশশালা বন্দোবস্তকালে ৺ স্বর্গীয় রাণী জানকী দেবীর রাণী এই উপাধিমতে শ্রেস্তায় নাম লিখিত আছে। বিশেষতঃ আমার

নাবালকী সময়ে আমার পিতামহী রাণী ইন্দ্রাণী দেবী উকী থাকেন।

আমি প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে মহিমার্ণব কমিসনর সাহেবের আদেশানুসারে আমার রাজা উপাধিযুক্তে নাম জারি হইয়াছে। তখন আদিকালে ইহার বিশেষ নিদর্শন না থাকিলে পর পর রাজা উপাধি কদাচ প্রদত্ত হইয়া আসিত না। সে মতে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের যে বিধি বৈধরূপে মঞ্জুরি তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক ও আমার উক্ত রাজা উপাধি যে অতি পূর্ব্বতন নবাবী আমলে প্রাপ্ত, তাহাও উক্ত জাবেদা নকলে স্পষ্ট প্রকাশ সেই-হেতু তত্তৎকালে আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামের আদ্য রাজা শব্দ লেখা বিনা দলিল প্রমাণে হইয়াছিল। ইহা কদাচ সম্ভব নহে। অপর অপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাদিগের বিষয় বৈভব অধিকারী হইয়া পূর্ব্ব সংস্থাপিত দেবালয় ও দেব সেবা ও ধর্ম্মালয় ও অতিথি সেবা ও কর্ম্মকাণ্ড ও দান ধর্ম্মাদি বজায় রাখা বিশেষ বর্ত্তমান সাধারণের উপকারার্থে স্কুল ও পুল ও পুষ্করিণী ও রাস্তা স্থাপন ও নির্ম্মাণ ও ডিস্‌পেন্সরির চাঁদা সেই সেই কীর্ত্তি সম্মানের আধিক্য যে হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ।

শ্রীরাজা লছমনপ্রসাদ গর্গ।

১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃঃ) মহিষাদলেশ্বরী শ্রীমতী রাণী নিস্তারিণী দেবী স্বভাব সিদ্ধ দয়াগুণে হোলদী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী গুমগড় পরগণার নিবিড় অরণ্যভূমি পরিষ্কার করাইয়া তথায় একটী প্রশস্ত পণ্য পরিপূর্ণ বিপণি স্থাপন, দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপ-

কার করেন। পূর্ব্বে যে স্থানে শ্বাপদ জন্তু নির্ভয়ে বিচরণ করিত, কুকুড়াহাটীগামী খাজুরীর ডাকপিয়ন কখন কখন জীবন আশা বিসর্জ্জন দিত, অসহায় পথিকগণ অহরহঃ নরমাংস লোলুপ ব্যাঘ্রগণের আহারের সংস্থান হইত, অদ্য সেই স্থান দয়াবতী রাজ্ঞীর কৃপায় শিশুবালকের নিঃশঙ্ক বিচরণ স্থান হইয়াছে। এবং প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে স্মরণীয় করণোদ্দেশে ঐস্থানের নাম রাণীগঞ্জ রাখিয়াছে।

এই বৎসর উমাচরণ সেন কার্য্য ভার পরিত্যাগ করিলে বাবু কান্তিচন্দ্র দাস মন্ত্রীত্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্যের ব্যয় সঙ্কোচ করাই ইহাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অবিলম্বে দেবালয়সমূহের সম্পত্তি ষ্টেটভুক্ত করিয়া দৈনিক প্রদত্ত অর্থে দেবসেবার নিয়ম হইল। রাজকর্ম্মচারীগণের খাদ্য প্রাপ্তির বিনিময়ে বেতনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কিছু কিছু বর্দ্ধিত হইল। খামার জমির আবাদ রহিত করিয়া বাৎসরিক ঠিকা জমায় জমি বিলির ব্যবস্থা হইল। উপবনজাত বৃক্ষাদির ফলের বার্ষিক মূল্য ডাকনীলামে উচ্চহারে আদায়ের নিয়ম হইল। রঙ্গী বসান দুর্গে নববিধান ক্রমে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। কুমারগণকে শিক্ষাদানার্থ একটী ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং এই বৎসর ২৯শে চৈত্র রাজবালা শ্রীমতী গিরিবালা দেবী জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃ-অঙ্ক শোভিতা করিলেন। অজন্মাহেতু উড়িষ্যা রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের জীবন হরণ করিতে লাগিল উড়িষ্যাগত বুভুক্ষদিগকে অন্নদান করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহারাজ অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১২৭৩ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠ রাজকুমার রাম প্রসাদ গর্গ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ দম্পতির হৃদয় বৃন্তের শেষ কুসুম।

কুমারের জন্ম উপলক্ষে রাজকোষ হইতে বহু অর্থ দরিদ্রগণকে প্রদত্ত হইল। ঋণী জয় নারায়ণ গিরির উপর ডিক্রী জারি করিয়া তাহার ৵৮ পাই জমিদারী দোর ও নাড়ুয়া মুঠা নীলামে ক্রয় করিলেন। আর তমোলুক পরগণার অর্দ্ধাংশের জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর নিকট ।৵০ আনা অংশ জমিদারী ক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে মহিষাদল ষ্টেটের আয় বর্দ্ধিত করিলেন।

১২৭৮ সালে প্রধানা রাজ্ঞী শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী কালী-ঘাটস্থ গঙ্গা পুলিনে জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এই বৎসর মহারাজ জ্যেষ্ঠকুমার ঈশ্বর প্রসাদ গর্গের সহিত পাকুড় রাজবংশীয়া শ্রীমতী কামিনী দেবীর এবং স্বীয় রাজ-নন্দিনী শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর সহিত পাকুড় রাজকুমার কুলেশ চন্দ্র পাঁড়ের শুভ পরিণয় সম্পাদন করাইলেন।

১২৭৮ সালে (১৮৭১ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্ণীত হয়। ১২৮৩ সালে (১৮৭৬ খৃঃ) গবর্ণমেণ্ট নাম জারি আইন প্রচার করিয়া ভূমি সম্বন্ধীয় সত্ব লিপিবদ্ধ করেন।

১২৮৩ সালে (১৮৭৭ খৃঃ) শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া আলেক-যান্দ্রিনা ভারত রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন। তদুপ-লক্ষে অন্যান্য জেলার ন্যায় মেদিনীপুর জেলায় কালেক্টর মহোদয়ের যত্নে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় মহিষাদলরাজ সর্ব্বোচ্চআসন ও সম্মান সূচক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। এবং ধূলাগড় নিবাসী বাবু দীননাথ পাঁড়ের কন্যার সহিত যুবরাজ ঈশ্বর প্রসাদ গর্গকে দ্বিদারিক করেন।

১২৮৫ সালে (১৮৭৯ খৃঃ) থাকবস্ত জবিপে রাজবাটীর

পরিমাণ ৬ ফুট শৃঙ্খলে ২৫১৷৷২৵ বিঘা যাহা দেশ প্রচলিত ৭।৯ ইঞ্চ শৃঙ্খলে ১৯৪৷৷ বিঘা নির্দ্ধারিত হয়।

এই বৎসর মহারাজ নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অবিচ্ছেদে ৩৭ বৎসর কাল রাজত্ব করত: কলিকাতা মহানগরীর গঙ্গাতীরে ২১ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন। রাজার মৃত্যুসংবাদ মেদিনীপুরের কালেক্টর মহোদয় অবগত হইয়া ২৩ মাঘ রাজকীয় আজ্ঞাপত্র দ্বারা বাবু নীলমনি মণ্ডলকে মহিষাদল ষ্টেটের স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত করেন।

মৃত মহারাজ লছমন প্রসাদ গর্গ অতীব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁর রাজকার্য্যে সম্যক্‌ অভিজ্ঞতা ছিল। দৈনিক রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কাগজাদিতে স্বাক্ষর করিতেন না। বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সাধুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয় তাঁহার নিত্য সহচর হইয়াছিল। ইনি ন্যায়বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিয়া অকারণ কাহারও মনে বেদনা দিতেন না। ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্যতা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। সেজন্য তিনি ভৃত্যবর্গের অত্যন্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। প্রার্থীগণ দরবারে উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ক সনন্দাদি প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে অন্যের মুখাপেক্ষী না করিয়া সর্ব্বাগ্রে উহা প্রস্তুত করাইয়া যাচকহস্তে অর্পণ করিতেন (১)। ফলতঃ ইহাঁর তুল্য সহৃদয় সম্পন্ন রাজা অতীব বিরল।

(১)

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

মহিষাদল পরগণার গোপালপুর গ্রামের

ইজারদার ও মুহুরী প্রতি মালাম আগে।

পরগণা মজকুরের দেউলপোতা সাকিনের ৺ শ্রীমন্ত শীহর নামিত মহত্তরান ১। ১৫ এক বিঘা পোনের কাঠা জমি যাহা আছে ভোগ তস্য পুত্র ৺ ক্ষেমচন্দ্র শীহ হাল তস্য পৌত্র শ্রীরাম লোচন শীহকে সাবেক ভোগ প্রমাণ এই লিখন দৃষ্টে হাল সনের মহসুল ছাড়িয়া দিবা ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২০ চৈত্র।

শ্রীরামচন্দ্র বসু
মোজামেন মবিষ

শ্রীশ্যামচন্দ্র দত্ত মহরির
সন ১২৩৯ সালের ছাড়ের নকল বহি ও
সন হালের ৩৬০ নম্বরের দরখাস্তের
হুকুম মুয়াফিক ইতি।

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

মহিষাদল পরগণার দেউলপোতা গ্রামের

ইজারদার ও মহরির প্রতি মালুম আগে

উক্ত গ্রাম সাকীনের ৺ রামদুলাল শীহুর নামিত মহত্রাণ ১। ৩॥ এক বিঘা সাড়ে তিন কাঠা জমি যাহা গ্রাম মজকুরে আছে তাহার নীচের লিখিত তপশীল মাফিক সাবেক ভোগ প্রমাণে এই লিখন দৃষ্টে হাল সনের মহসুল ছাড়িয়া দিবা ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিখ ২০ চৈত্র।

তপশীল

জমি

এক অংশ ভোগ তস্য প্রপৌত্র নবীন শীহু ও পৌত্র রামমোহন শীহু	।৪॥৶০
এক অংশ ভোগ তস্য প্রপৌত্র রামলোচন শীহু	।৪৶০
এক অংশ ভোগ তস্য প্রপৌত্র গৌর শীহু	।৪॥৶০
এক অংশ ভোগ তস্য পৌত্র সাগর শীহু ও প্রপৌত্র জয় শীহু	।৪॥৶০
এক অংশ ভোগ তস্য পৌত্র মতিরাম শীহু ও রাজু শীহু	।৪।৶০
৫ পাঁচ অংশ	১।৩॥০

মোয়াজি একমান তিন ঘুট

দুই পদিকা জমি মাত্র।

শ্রীশ্যামাচরণ দত্ত মুহরির

সন ১২৩৯ সালের ছাড়ের নকল বহি ও

সন হালের ৩৬০ নম্বরের হুকুম মুয়ৎ ইতি।

নং ১০৯ শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

শ্রীসহী

ইংরাজী
সহায় শ্রীশ্রীমদনগোপাল
শ্রীলছমন প্রসাদ গর্গ ভূপাল
সন ১২৫৩ সাল

চিঠী ফসল ছাড়ি দেসী মহত্রাণ জমি বনাম দুলাল শীহু ওরফে রাম দুলাল শীহু সাং দেউলপোতা পং মহিষাদল হাল ভোগ তস্য প্রপৌত্র রাম লোচন শীহু ও গৌর শীহু ও জয় শীহু ও নবীন শীহু ও পৌত্র সাগর শীহু ও মতী রাম শীহু ও রাজু শীহু ও নবীনের পৌত্র রাম মোহন শীহু সাং তস্য ও বনাম ৺ শ্রীমন্ত শীহু হাল ভোগ তস্য পৌত্র উক্ত রাম লোচন শীহু বির্ত্তী পরগণা মজকুরের গ্রামহায়ের ইজারদার ও মুংরির প্রতি মালুম আগে নীচের লিখিত ইহাদিগের জমিনের এই ছাড় চিঠী দৃষ্টে ভোগ প্রমাণ হাল সনের মহশুল ছাড়িয়া দিবা ইতি সন ১২৬৪ সাল তাং ২৮ পৌষ।

জায় জমী

পং মহিষাদল বনাম ৺ রাম দুলাল শীহু মৌজে দেউলপোতা ১। ৩॥ জায় অংশ রাম লোচন সীহু ।৪৮ অংশ গৌর সীহু ।৪॥৵০ সাগর সীহু ।৪॥৵০ অংশ মতী রাম সীহু ।৪॥৵০ অংশ রাম মোহন সীহু ।৪॥৵০ একুনে ১। ৩॥ বাদ বিক্রী রাম মোহন সীহুর অংশ খরিদদার যুধিষ্ঠির মণ্ডল সাং দেউলপোতা ।৪॥৵০ বাকী নিজ ভোগ অংশদারান্ ।১৮৮/ বনাম শ্রীমন্ত সীহু হাল দখল রাম লোচন সীহু পং মহিষাদল মৌং গোপালপুর ১। ১৫ বাদ বিক্রি খরিদার গুরু প্রসাদ ভুঞা সাং গোপালপুর ।১১ বাকী নিজ ভোগ রাম লোচন সীহু ১। ৪ একুনে ২। ২৮/ মঃ দুই বিঘা দুই কাঠা তের বিশ্বা জমি মাত্র।

শ্রীবিপ্র প্রসাদ দত্ত মহরি
সন ১২৬৩ সালের ১৬২১ নং
দরখাস্তের হুকুম মুরত ইতি

শ্রীভবানী চরণ চন্দ কারকুন
শ্রীস্বরূপ চন্দ্র ঘোষ
মোজাযেন নবিস

কোর্ট অব ওয়ার্ড।

১২৮৫ সালের ২৮শে বৈশাখ রাজবিধি অনুসারে মহিষাদল ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয় রাজ পরিজনবর্গ মাসিক উপযুক্ত বৃত্তিভোগী হন। মিঃ এচ ডেভিরিয়া ম্যানেজার ও বাবু নীলমণি মণ্ডল সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়া অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া ষ্টেটের কার্য্য করণে আদিষ্ট হন।

এই বৎসর রথচক্রে পতিত হইয়া ৭ জন লোক প্রাণত্যাগ করায় রথের আকার অপেক্ষাকৃত উচ্চতা হ্রাস করিয়া নূতন রথ নির্ম্মাণ করান। ষ্টেটের আয়তন বৃদ্ধি করণাশয়ে তমোলুকের জমিদার অনাথ নাথ দেবের নিকট তাঁহার অধিকৃত ৶০ আনা অংশ তমোলুক জমিদারী পত্তনী গ্রহণ করেন। রাজধানী মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করান। ইনি এই সকল যশস্কর কার্য্য করিয়া ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে কার্য্যভার পরিত্যাগ করিলে তৎপদে বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র নিযুক্ত হইলেন।

১২৮৬ সালে (১৮৮০ খৃঃ) পোষ্ট আফিস সমূহে মণিঅর্ডর ও পোষ্টকার্ড ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ১২৮৭ সালে (১৮৮১খৃঃ) বঙ্গদেশের দ্বিতীয়বার জনসংখ্যা গৃহীত হয়।

১২৮৮ সালে মধ্যম ও কনিষ্ঠ যুবরাজদ্বয়ের সহিত চম্পারণ জেলার মতিহারী নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ পাঁড়ের কন্যাদ্বয়ের শুভ পরিণয় হয় এই বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে মহা সমারোহ হয়। দর্শকবৃন্দ আশানুরূপ পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হন।

১২৮৯ সালের ১৪ই পৌষ যুবরাজ ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গের প্রথম পুত্র কুমার সতীশপ্রসাদ গর্গ জন্ম গ্রহণ করেন।

১২৯১ সালের চৈত্র মাসে (১৮৮৪ খৃঃ ১লা মে) রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে যুবরাজগণের হস্তে প্রত্যানীত হয়। এই বৎসর যুবরাজ ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গের দ্বিতীয় পুত্র কুমার গোপালপ্রসাদ গর্গ জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গ।

১২৯১ সালের চৈত্র মাসে (৮৮৪ খৃঃ ১লা মে) ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত রাজোপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মহিষাদল ষ্টেটের পৈত্রিক রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বাবু কালিদাস সিংহকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। এবং ওয়ার্ড নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণকে স্ব স্ব পদে স্থিরতর রাখিয়া রাজ্-কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজভবনস্থ অনুপ্ত ক্ষেত্র সকল শ্যামল শস্যক্ষেত্রে ও সুরভি কুসুম পাদপে পরিপূর্ণ হওত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইল। সাধারণের হিত কামনায় ঔষধালয় (চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্‌সরি) ও প্রাণী তত্ত্বানুশীলনার্থ পশুশালা প্রতিষ্ঠিত হইল।

১২৯২ সালের কার্ত্তিক মাসে (১৮৮৫ খৃঃ) বাবু কালিদাস সিংহ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ওয়ার্ডের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় মহিষাদল রাজার মধ্য ইংরাজী স্কুল অবৈতনিক হায়ার ক্লাস স্কুলে পরিণত হইল ও একটী ছাত্রভবন স্থাপিত হইল।

এই সুখের সময়ে সহসা যুবরাজ রামপ্রসাদ গর্গ প্রাণত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়সহ জননীকে শোকসিন্ধুনীরে নিমগ্ন করিলেন।

১২৯৫ সালের ৪ঠা কার্ত্তিক কমলপুর সৌধে মহারাজ ঈশ্বর প্রসাদ গর্গের হৃদয়বৃন্তের কুসুম স্বরূপ কুমারী বিভাবতী দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। এই বৎসর মহারাজ দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৩শে কার্ত্তিক প্রাণত্যাগ করেন। ইনি সদালাপী, গুণজ্ঞ প্রিয়ভাষী ছিলেন। ইহাঁর গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া আপামর সাধারণে শোকার্ত্ত হইল। ইনি নিতান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। উপযুক্ত দেখিলে সকলকেই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতেন। বাবু যদুনাথ রায়কে পার্শ্বিনেল আসিষ্টাণ্টপদে নিযুক্ত করেন। সাময়িক বাসের জন্য কলিকাতা মহানগরীতে দুইখানি সুরম্য হর্ম্ম্য জলপথে গমনাগমনার্থ একখানি বাষ্পীয় পোত ক্রয় করেন। ইনি অল্প বয়সে অল্প দিন রাজত্ব করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে ইহাঁদ্বারা রাজ্যের ও সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইত সন্দেহ নাই।

রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ।

১২৯৫ সালের ২৪শে কার্ত্তিক রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এবং স্নেহময় ভ্রাতৃ-তনয়দ্বয়কে পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত করণার্থ উপযুক্ত শিক্ষকগণ নিযুক্ত

করিলেন। প্রজাগণের উন্নতি কামনায় নানাস্থানে পয়ঃপ্রণালী খনন করাইলেন। তাহাদিগের প্রয়োজনানুসারে বাঁধ ও সেতু নির্ম্মিত হইল। কৃষিলব্ধ শস্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের অসুবিধা দূরী-করণ মানসে তেরপেখ্যা ও বাঁকা নামক স্থানে পণ্যশালা প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন। ইঁহার সদিচ্ছার ও অপক্ষপাত বিচারে প্রজাগণ দিন দিন সুখী হইতে লাগিল।

১২৯৬ সালের চৈত্রে (১৮৮৮ খৃঃ মার্চ্চ) বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র কার্য্যভার পরিত্যাগ করিলে পার্শ্বিনেল আসিষ্ট্যান্ট বাবু যদুনাথ রায় তৎপদে উন্নীত হইলেন। ইনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। নিজ চেষ্টায় এতাদৃশ সম্মানজনক উচ্চপদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইনি ১৮৭০ খৃঃ জানুয়ারি মাসে মহিষাদল রাজ-স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। মৃত মহারাজ ঈশ্বরপ্রসাদ গর্গ ইঁহার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পার্শ্বিনেল আসি-ষ্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে নবরাজ ইঁহাকে সর্ব্বোচ্চ ম্যানেজারি পদ প্রদান করিয়া অধিকতর গৌরবান্বিত করিলেন।

নবরাজের মুক্ত হস্ততার পরিচয় নিতান্ত সামান্য নহে। নানা স্থানের স্কুল, চতুষ্পাঠী, পুস্তকালয়, ছাত্রনিবাস ও চিকিৎসালয় মাসিক সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া উপকৃত হইতেছে।

মহারাজ এককালীন ৩২০০০ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া হিন্দু হষ্টেলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর স্যার ষ্টুয়ার্ট কল্ভিন বেলি মহোদয় ইঁহার সদন্তঃকরণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য ১২৯৭ সালের আষাঢ়

মাসে (১৮৯০খৃ:) 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। এই বৎসর ভারত গবর্ণরজেনারল লর্ড ল্যান্স ডাউন মহোদয় সহবাস সম্মতি আইন প্রচার করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের তৃতীয় বার জনসংখ্যা গৃহীত হয়। মণিপুররাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলাচরণ করিয়া বন্দী ও তাঁহার ভ্রাতা টীকেন্দ্রজিত ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত হন।

ম্যানেজার যদুনাথ রায় কৃত মহিষাদল ষ্টেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

সর্ব্বপ্রকার আয় সমষ্টি ... ৪,৮৩,৪২৮ $\frac{১১}{১৬}$ টাকা

প্রদেয় কর ... ২,৬৪,১৪৩ $\frac{১৫}{১৬}$ টাকা

অবশিষ্ট ... ২,১৯,২৮৪ $\frac{৯৬}{১৬}$ টাকা

উদ্বৃত্ত অর্থ দেবতা সমূহের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়, বৃত্তিদান, পারিবারিক খরচ কর্ম্মচারীগণের পারিশ্রমিকে ব্যয়িত হয়।

১২৯৯ সালে রাজ দুর্গের উপকণ্ঠে একটী সলিল প্রবাহী অপূর্ব্ব বিশ্রাম নিকেতন, শিবমন্দির নির্ম্মিত ও কাচস্বচ্ছপয়ঃপূর্ণ সরসী খনিত হয়। এবং শৈত্য বাসার্থ দার্জিলিং পর্ব্বতে সুবৃহৎ প্রাসাদ ক্রীত হয়।

১৩০১ সালে ১লা মাঘ (১৮৯৪খৃঃ ১২ই জানুয়ারি) মৃত মহারাজ রামপ্রসাদ গর্গের বণিতা শ্রীমতী শৈলদা দেবী হাঁপকাশ রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এইবৎসর রাজ-জননী শ্রীমতী রাজ্ঞী নিস্তারিণী দেবী উপর্য্যুপরি শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ লালবাগ প্রাসাদ হইতে যাত্রা করিয়া ভারতীয় তীর্থ সমূহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতে থাকেন।

এবং দেবোদ্দেশে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া লালবাগ প্রাসাদে প্রত্যাগত হন।

ধর্ম্মশীলা রাজ্ঞী ১২৯৭ সালে রাণীগঞ্জ নামক স্থানে শিব-মন্দিরদ্বয় ও একটী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন (১) ইহা রাজমাতা শ্রীমতী রাণী নিস্তারিণী দেবীর প্রধান কীর্ত্তি।

১৩০২ সালের ২৮শে পৌষ (১৮৯৪ খৃঃ) ম্যানেজার বাবু যদুনাথ রায় প্রাণত্যাগ করিলে সহকারী ম্যানেজার বাবু নীল মণি মণ্ডল তৎপদে উন্নীত হইলেন। ইনি একজন উদ্যমশীল পুরুষ স্বকীয় চেষ্টায় আপনাকে উন্নতির পথে লইতে সমর্থ হইয়াছেন। আজীবন এই ষ্টেটের কার্য্য অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। ইনি ১২৫৪ সালে তোষাখানার বক্সী পদে নিযুক্ত হন। ৺ মহারাজ লছমনপ্রসাদ গর্গ ইহাঁর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১২৫৯ সালে মহাজনী বিভাগের মুন্সীপদে নিযুক্ত করেন। উক্ত মহারাজ ইহাঁর কার্য্য পারদর্শিতা দেখিয়া ১২৬২ সালে গুমগড়ের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পদে ১২৬৫ সালে কোষাধ্যক্ষের পদে, ১২৬৮ সালে রাজস্ব সচিবের (সিকদারের) পদে ও ১২৭২ সালে জমানবিশ পদে নিযুক্ত করেন। ইনি এই পদে থাকিয়া অধিকাংশ সময় মন্ত্রীপদের কার্য্য করিয়া মহা-রাজকে পরিতুষ্ট করেন। মহারাজ ইহাঁর কার্য্যে প্রীত হইয়া

---

(১) রাণীগঞ্জস্থ শিবমন্দির সংলগ্ন নাট্যশালার প্রস্তরলিপি।

যুগেন্দ্বষ্টাব্জমেশাকে মাধবাভ্যুগে কর্বো
নিস্তারিণী রাজমাতা প্রতিষ্ঠিত শিবদ্বয়ং
আঠারশ বারশক বিংশতি বৈশাখে
রাজ্ঞী নিস্তারিণী শিব প্রস্থাপিত সুখে

মন্ত্রীত্বপদ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। এই সময়ে মহারাজের নিকট বাস খানা ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া সংসারের আয় বর্দ্ধিত করেন। এবং ন্যায়পথে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হন (১) ১২৮৫ সালের ২১শে মাঘ তারিখে কালেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক রাজ ষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ২৮শে বৈশাখ কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে নব মহারাজ ইহাঁর কার্য্য পারদর্শিতায় ও ধর্ম্মানুরক্তিতায় প্রীত হইয়া সর্ব্বোচ্চ ম্যানেজারি পদ প্রদান করিয়াছেন। এতৎ সহ তমোলুক মহকুমার সুযোগ্য মোক্তার বাবু তরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও সহকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৩০২ সালের ২৪শে মাঘ (১৮৯৫ খৃঃ ৫ ফেব্রুয়ারি) মহামান্য বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্ ইলিয়ট মহোদয় সস্ত্রীক তমোলুকে উপস্থিত হন। মহারাজ তাঁহার স্মরণার্থ সাধারণের মঙ্গল কামনায় গেঙয়াখালী গঞ্জে ইলিয়ট ডিস্পেন্সারি প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৩০৪ সালে (১৮৯৭ খৃঃ) তমোলুক আদালত গৃহ ইষ্টকালয়ে পরিণত হয়।

১৮৯৭ খৃঃ ১২ই জুন (১৩০৪ সাল ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ) শনিবার ৪।৫৭ মিনিটের সময় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই কম্পন

---

(১) প্রথমতঃ তুলাদান। ১২৮৩ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা। ১২৯০ সালে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা। ১২৯৬ ও ১৩০০ সালে হরিখালিতে অন্নসত্র এবং ১৩০২ সালে তমোলুকে ইলিয়ট্ ট্যাঙ্ক প্রভৃতি দেশহিতকর ধর্ম্ম কার্য্য তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তিতার পরিচায়ক।

৪ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল। যেরূপ ভয়ানক বেগে ভূকম্পন হইয়াছিল আর ২ মিনিট কাল থাকিলে পৃথিবী ধ্বংশ হইয়া যাইত। এই ভয়ানক ভূকম্পন বঙ্গবাসী আর কখন দেখেন নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ ভূকম্পনে ভীত হইয়াছিল। কলিকাতার বড় বড় অনেক অট্টালিকা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। হাইকোর্ট জখম হইয়াছে চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। টাউনহল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। সেণ্টপল ও স্কচ গির্জার চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। এই উপদ্রবে মহিষাদল রাজধানী ৺ গোপালজীউর নবরত্নের চূড়া ভূমিস্যাৎ চণ্ডিমণ্ডপ দক্ষিণ রাজপুরী সিংহদ্বার প্রভৃতির অবস্থা শোচনীয়।

এই বৎসর জুন মাসে শ্রীশ্রীমতী ভারত রাজরাজেশ্বরীর ৬০ বৎসর রাজ্য শাসনের হীরক জুবিলি হয়। ভারতবাসী প্রজা মাত্রেই আহ্লাদিত হইয়াছে।

Printed by P. C. Das, Gupta Press, Calcutta.

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পুক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
উৎসর্গ পত্রের			
২	৫	মদাখ্যায়িক	মহদাখ্যায়িকা
৭	১১	সত্বাধিকারী	স্বত্বাধিকারী
৮	২০	ইহাকে	ইহা
২১	৬	মন্ত্রণা	যন্ত্রণা
৪৩	১১	অশ	অংশ
৪৪	৯	উচ্ছঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল
৪৯	১২	চিকিৎসার্থ	চিকিৎসক
৫১	৯	দম্পত্তি	দম্পতি
৫১	১৪	পৌষ্যপুত্র	পোষ্যপুত্র
৫৫	১০	তাঁহার	ইহাঁর
৬০	১৭	সম্ভুরাম	শম্ভুরাম
৬২	৫	হিরালাল	হীরালাল
৬২	২০	সম্ভু	শম্ভু
৬৫	১৪	মূহুর্মুহুঃ	মুহুর্মুহুঃ
৬৮	১৩	হিরালাল	হীরালাল
৭০	১৬	নিম্মিত	নির্ম্মিত
৭১	১৫	সত্ব	স্বত্ব